রাঁচি, সোমবার
22:05:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>217 >>07 Joystha 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২১৭ >> << ০৭ই, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০>>

বুরকিনা ফাসোতে এ সপ্তাহে ৪০ জন নিহত

বুরকিনা ফাসো ঃ বুরকিনা ফাসোর যেসব এলাকায় জিহাদি হামলা চলছে, সে সব এলাকায় একের পর এক হামলায় অন্তত ৪০ জন নিহত হয়েছে। শুক্রবার বিভিন্ন সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে। সর্বসাম্প্রতিক সহিংসতায় বুরকিনা ফাসোর অশান্ত উত্তরাঞ্চলের গ্রামগুলোতে ধারাবাহিক অভিযানে প্রায় ২০ জন নিহত হয়েছে বলে নিরাপত্তা সূত্র ও স্থানীয় বাসিন্দারা এএফপিকে জানিয়েছেন। দেশটির উত্তরাঞ্চলীয় ইয়াতেঙ্গা প্রদেশের তিনটি গ্রামে বৃহস্পতিবার ভোরে অস্ত্রধারী ব্যক্তিরা হামলা চালায়। স্থানীয় এক বাসিন্দা শুক্রবার বলেন, গতকাল ভোর ৫টার দিকে (স্থানীয় ও জিএমটি সময়) সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো পেল্লে, জান্না ও নংফেয়ার গ্রামে হামলা চালায়। এসব হামলায় ২৫ জন নিহত হয়েছে বলে জানান তিনি। তিনি আরও বলেন, এতে আরো অনেকে আহত হয়েছেন। অন্য এক বাসিন্দা জানান, মোটরসাইকেলে আসা হামলাকারীদের স্বেচ্ছাসেবক (সেনাবাহিনীর বেসামরিক সহায়ক) এবং সৈন্যরা ধাওয়া করে বলে একটি নিরাপত্তা সূত্র এই হামলার কথা নিশ্চিত করেছে এবং নিহতের সংখ্যা প্রায় ২০ বলে জানিয়েছে। হামলাকারীদের খুঁজে বের করার জন্য তল্লাশি অভিযান চলছে বলেও জানায় সূত্রটি অন্য একটি নিরাপত্তা সূত্র জানিয়েছে, বার্গা জঙ্গলে আশ্রয় নেয়ার পর, হামলাকারীদের ওপর বিমান বাহিনীর সহায়তায় আঘাত হানা হয়।

বাজার দর
SENSEX : 61729.68 +297.94
NIFTY : 18203.40 +73.45

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
41.00 °c	25.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18.26 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05.04 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 58,650 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 61,580 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 83,700 টাকা./কিলো

অভিষেককে দীর্ঘ সময় ধরে জিজ্ঞাসাবাদ

কলকাতা ঃ দীর্ঘ সময় ধরে সিবিআইয়ের জিজ্ঞাসাবাদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। আজই নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ১০টি স্থানে অভিযান ইডি'র। এই মামলায় আদালতের নির্দেশে আপাতত স্বস্তিতে প্রাথমিকের ৩২ হাজার শিক্ষক। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত তৃণমূলের বহিষ্কৃত যুবনেতা কুন্তল ঘোষ। জেলবন্দি কুন্তল দাবি করেন, তার মুখ দিয়ে অভিষেকের নাম বলানোর চেষ্টা করছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। এই অভিযোগ জানিয়ে তিনি চিঠি লেখেন কেন্দ্রীয় সংস্থা ও পুলিশকে। এই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে শুক্রবার সিবিআই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেকের নামে সমন জারি করে। শুক্রবার দলের জনসংযোগ যাত্রায় বাঁকুড়ায় ছিলেন অভিষেক। আজ সকাল ১১টায় তিনি হাজির হন কলকাতার সিবিআই দপ্তরে। সেখানে কুন্তলের চিঠির ভিত্তিতে তাকে প্রশ্ন করা হয় বলে সূত্রের খবর। এই তলব নিয়ে প্রশ্ন তুলে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছেন অভিষেক। সোমবার শুনানি চেয়েছেন তিনি।

সূত্রের খবর, সিবিআই আধিকারিকরা কুন্তলের চিঠি নিয়ে প্রশ্ন করেন অভিষেককে। ২৯ মার্চ শহিদ মিনারের জনসভায় অভিষেক বলেন, মদন মিত্র, কুণাল ঘোষকে চাপ দেয়া হয় তার নাম বলার জন্য। এর পরের দিন কুন্তল আদালতে পেশের সময় একই ধরনের অভিযোগ তোলেন। সেই কথা চিঠিতেও লেখেন। যদিও অভিষেক জানিয়েছেন, এই চিঠির বিষয়ে তিনি কিছু জানেন না। দীর্ঘ সময় ধরে চলে জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব।

অভিষেককে তলব ঘিরে রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে উঠেছে। মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তোপ, তৃণমূলের নবজোয়ার কর্মসূচিকে আটকানোর চেষ্টা হচ্ছে। অভিষেককে আটকালে আমি কর্মসূচিতে যাব। নবজোয়ার তখন নবপ্লাবন হবে।

তলব নিয়ে প্রশ্ন অর্থহীন বলে মনে করেন বাম সাংসদ ও আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। তাঁর মন্তব্য, সিবিআই যখন খুশি ডাকতে পারে। হাজিরা না দিলে গ্রেপ্তারও করতে পারে। গ্রেপ্তারি এড়াতে উনি হাজিরা দিয়েছেন। তৃণমূল প্রশ্ন তুলছে, কেন চিঠির ভিত্তিতে তলব করা হল? মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, জনৈক কুন্তল ঘোষের চিঠিতে অভিষেকের নামে কোনো অভিযোগ নেই। অথচ সারদা কর্তা সুদীপ্ত সেনের চিঠিতে শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। তা হলে শুভেন্দুকে কেন তলব ও গ্রেপ্তার করা হবে না? এর জবাবে বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, সুদীপ্ত সেনের চিঠি কে লিখেছে, কারা কুন্তলকে দিয়ে চিঠি লিখিয়েছে, সেটা শিশুরাও জানে। এ কথা বলে অপরাধ আড়াল করা যাবে না।

অভিষেককে জিজ্ঞাসাবাদের দিনই ইডিনিয়োগ মামলায় কলকাতা ও জেলায় ১০টি জায়গায় অভিযান চালিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে 'কালীঘাটের কাকু' নামে পরিচিত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের বাড়ি, ফ্ল্যাট ও অফিস। নিজেকে অভিষেকের কর্মী বলে দাবি করেছিলেন সুজয়কৃষ্ণ। তৃণমূল জেলা পরিষদের সদস্য থেকে জেলবন্দি সাবেক মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীর বাড়িতেও অভিযান করেছে এই কেন্দ্রীয় সংস্থা।

নিয়োগ মামলায় প্রভাবশালী যোগের রহস্য যখনতদন্তকারীদের নজরে, সেই সময় আদালতের নির্দেশে কিছুটা স্বস্তি পেয়েছেন প্রাথমিকের ৩২ হাজার শিক্ষক। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশে এই বিপুল সংখ্যক শিক্ষকের চাকরি চলে গিয়েছিল। এর বিরুদ্ধে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ডিভিশন বেঞ্চে মামলা করে। বিচারপতি সুব্রত তালুকদারের নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ আপাতত সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দিয়েছে। শিক্ষকদের বেতন কমছে না। যদিও বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্যান্য নির্দেশ বহাল রাখা হয়েছে। অর্থাৎ, আগস্টের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে।

এই সার্বিক ঘটনাক্রম কি শাসক দলের জনসমর্থনে প্রভাব ফেলবে? পর্যবেক্ষক অমল মুখোপাধ্যায় বলেন, তৃণমূল ক্রমশ বিশ্বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে। এর প্রভাব লোকসভা ভোটে পড়বে। যে নারীরা সমর্থন করেন তৃণমূলকে, তারাও এ সব দেখে সন্তুষ্ট হবেন না।

© Payel Samanta/DW

ইরানের বিরুদ্ধে শক্তি প্রদর্শনে যোগ দিলেন যুক্তরাষ্ট্র ও মিত্র বাহিনীর কমান্ডাররা

নিউ ইয়র্ক ঃ মধ্যপ্রাচ্য ভিত্তিক যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের নৌবাহিনীর কমান্ডাররা শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের একটি যুদ্ধজাহাজে করে হরমুজ প্রণালী অতিক্রম করেন। ইরান দুটি তেল ট্যাংকার জব্দ করার পর, এটি হলো গুরুত্বপূর্ণ এই জলপথ উন্মুক্ত রাখার জন্য তাদের ঐক্যবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন।

বিশ্বশক্তিগুলোর সঙ্গে ইরানের পারমাণবিক চুক্তি ভেস্তে যাবার পর, পারস্য উপসাগরে উত্তেজনা বিরাজ করছে। পাঁচ বছর আগে যুক্তরাষ্ট্র একতরফা ভাবে চুক্তি থেকে সরে গেলে, ঐ পারমাণবিক চুক্তি ভেস্তে যায়। ইউএসএস পল হ্যামিল্টন নামের একটি আর্লেই বার্ক শ্রেণীর ডেস্ট্রয়ারে তিন নৌবাহিনী প্রধানের এমন নৌযাত্রা অবিশ্বাস্য বিরল ঘটনা। তাদের যাত্রার এক পর্যায়ে, ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর তিনটি দ্রুতগতির নৌকা জাহাজটির দিকে এগিয়ে আসে। রক্ষীরা তাদের নৌযানের ডেকে উন্মুক্ত মেশিনগানের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। অন্যদিকে পল হ্যামিল্টনের নাবিকরা একই ভাবে গুলিভরা মেশিনগান নিয়ে সতর্ক দাঁড়িয়ে থাকে। অন্যরা নৌযানগুলোর ভিডিও চিত্র ধারণ করেন। মিত্র বাহিনীর কমান্ডারদের সঙ্গে ছিলেন অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসে এর একজন সাংবাদিক। তবে, ইরানের গার্ড বাহিনীর নৌযানগুলো পল হ্যামিল্টন এবং পাশ দিয়ে যাওয়া ব্রিটিশ ফ্রিগেট এইচএমএস ল্যাঙ্কাস্টার এর কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলছিলো। তবুও তাদের উপস্থিতি পারস্য উপসাগরের সংকীর্ণ মুখ হরমুজ প্রণালীতে জাহাজগুলির জন্য কতটা উত্তেজনাপূর্ণ পথ হতে পারে তা প্রমাণ করে। এই প্রনালীর মধ্য দিয়ে বিশ্বব্যাপী তেল সরবরাহের এক পঞ্চমাংশ জাহাজ চলাচল করে। গত দুই বছরে ইরান ১৫টি জাহাজ জব্দ করেছে বা এগুলোতে আক্রমণ করেছে। যুক্তরাষ্ট্র নৌবাহিনীর মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক পঞ্চম নৌবহরের তত্ত্বাবধানকারী ভাইস অ্যাডমিরাল ব্র্যাড কুপার এপিকে এ কথা জানান। তিনি বলেন, নৌ পরিবহণ খাত এই অঞ্চলের নিরাপত্তা পরিস্থিতি কেমন তা নিয়ে সচেতন। আমাদের এ বিষয়ে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করার সক্ষমতা রয়েছে এবং আমরা এখন সেটাই করছি।

চীনের প্রতিযোগিতা নিয়ে কঠোরভাবে সতর্ক করলেন যুক্তরাষ্ট্রের আইনপ্রণেতারা

বেইজিং ঃ এই সপ্তাহে ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে যুক্তরাষ্ট্রের দুটি হাউজ কমিটি, যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্রদের বিরুদ্ধে চীনের অর্থনৈতিক শক্তির আগ্রাসী ব্যবহারের প্রভাব অন্বেষণ করতে শুনানি করেছে। শুনানিতে. বেইজিং'এর প্রচেষ্টা মোকাবেলায় যুক্তরাষ্ট্রের কি পদক্ষেপ নেয়া উচিৎ সেগুলোও বিবেচনা করা হয়েছে।

৬ জনের বেশি সাক্ষ্যপ্রদানকারী আইনপ্রণেতাদেরকে বলেছেন, কীভাবে চীন তার অর্থনৈতিক শক্তি ব্যবহার করে ছোট দেশগুলোকে অনুকূল বাণিজ্য ব্যবস্থা প্রদানে বাধ্য করে এবং চীনে কাজ করতে চায় এমন ব্যবসাগুলোকে তাদের ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি সমর্পন করতে বাধ্য করে। পরে এসব ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি তাদের চীনা মালিকানাধীন প্রতিযোগীদের কাছে দিয়ে দেয়া হয়। অন্যান্য সাক্ষীরা সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, চীনের অর্থনৈতিক নীতিগুলো, চীনকে বিশ্বব্যাপী প্রভাবশালী অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত করতে, দেশটির প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং'এর বৃহত্তর উচ্চাকাঙ্ক্ষার অংশ। আর এটা হলে, চীন শেষ পর্যন্ত বিশ্ব মঞ্চে যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে যাবে। অন্যতম সাক্ষী রবার্ট লাইথাইজার সাবেক প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের অধীনে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি উভয় শুনানির সুরে বলেছেন, এটি বললে অত্যুক্তি করা হবে না যে, চীনা কমিউনিস্ট পার্টি কয়েক দশক ধরে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক যুদ্ধ চালিয়ে আসছে।

শুনানিতে আসা অভিযোগে বিস্তারিত বর্ণনার বিষয়ে জবাব দেয়ার জন্য ভয়েস অফ আমেরিকা চীনা দূতাবাসের প্রতি আহ্বান জানালে, কোনো উত্তর পায়নি। তবে, গত সপ্তাহে যখন চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র ওয়াং ওয়েনবিনকে চীনের অর্থনৈতিক বল প্রয়োগের বিষয়ে জি সেভেন দেশগুলোর অভিযোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ করেন।

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

প্রেসিডেন্ট পদের ফিরতিনির্বাচন নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে তুরস্কের সিরীয়রা

সিরিয়া ঃ তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিজেপ তাইয়্যেপ এরদোয়ান চেষ্টা করছেন দামেস্কের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে। আর, তার প্রতিদ্বন্দ্বী কামাল কিলিচদারোগলু অঙ্গীকার করেছেন যে তিনি সিরিয়া থেকে আসা শরণার্থীদের তাদের যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে ফিরিয়ে দেবেন। এমন পরিস্থিতির মধ্যে তুরস্কের সিরীয়রা, দেশটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফিরতি পর্বের দিকে নিবিড়ভাবে নজর রাখছে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রথম রাউন্ডে এরদোয়ান ৪৯.৫২ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। আর কিলিচদারোগলু পেয়েছেন ৪৪.৮৮ শতাংশ ভোট। যেহেতু কোনো প্রার্থীই ৫০ শতাংশ ভোটের সীমা অতিক্রম করেননি, তাই তারা ২৮ শে মে ফিরতিনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। ৩৩ বছর বয়সী আলী আল মোহাম্মদ ২০১৪ সালে দামেস্ক ছেড়ে যান।আর, ২০১৮ সালে তুরস্কের নাগরিকত্ব পান। এই ব্যক্তি বলেন, নির্বাচনের ফলাফলে তিনি খুশি নন তবে এখন তিনি স্বস্তি বোধ করছেন। তিনি বিরোধীদের সম্ভাব্য জয় নিয়ে শংকাবোধ করছিলেন। মোহাম্মদ এবং আরো অনেকে সম্ভাব্য প্রতিশোধের ভয়ে ছদ্মনাম ব্যবহার করে কথা বলেছেন। মোহাম্মদ বলেন, আমরা (তুরস্কে সিরীয়রা) সবাই একটা স্থায়ী ভয়ের মধ্যে বাস করছি। যেমন, কি ঘটতে যাচ্ছে? কে জিতবে? আর যদি বিরোধীদল জিতে যায়, তাহলে আমাদের কী হবে? আমাদের কি বের করে দেয়া হবে? জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থার মতে, তুরস্ক বিশ্বের বৃহত্তম শরণার্থী জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় দিয়েছে। এদের মধ্যে প্রায় ৩৬ লাখ সিরীয় অস্থায়ী সুরক্ষার অধীনে রয়েছে। আর, প্রায় ৩ লাখ ৭০ হাজার অন্যান্য জাতির আশ্রয়প্রার্থী ও শরণার্থী রয়েছে দেশটিতে। রিপাবলিকান পিপলস পার্টিসহ ছয়টি বিরোধী দলের সমন্বয়ে গঠিত নেশন অ্যালায়েন্সের প্রার্থী কিলিচদারোগলু তার নির্বাচনী প্রচারণার সময় প্রতিশ্রুতি দেন যে, নির্বাচিত হলে দুই বছরের মধ্যে স্বেচ্ছায় তুরস্কে সিরীয় শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনের উদ্যোগ নেবেন। তিনি তুরস্ক ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে ২০১৬ সালের অভিবাসন চুক্তি পুনর্বিবেচনা করবেন বলেও জানান। এই চুক্তির আওতায় ব্রাসেলস ইউরোপীয় ইউনিয়নের মাটিতে শরণার্থী প্রবেশ রোধে আঙ্কারাকে ৬০০ কোটি ইউরো দিতে সম্মত হয়েছে। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টির (একেপি) প্রধান এরদোয়ান সিরিয়ার শরণার্থীদের বিতাড়িত না করার অঙ্গীকার করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, আঙ্কারা তাদের স্বেচ্ছায় প্রত্যাবর্তনে সক্ষম করে তুলতে উত্তরপশ্চিম সিরিয়ায় কয়েক হাজার আবাসন ইউনিট তৈরি করেছে। তুরস্কের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুলেমান সোয়লু মঙ্গলবার ঘোষণা করেন, ৫লাখ ৫৩,৩৩৫ জন সিরীয় নিরাপদ অঞ্চলে ফিরে গেছেন।

বন্যা

জি সেভেন সম্মেলন থেকে দ্রুত দেশে ফিরেছেন ইটালির প্রধানমন্ত্রী জর্জা মেলোনি

ইটালিতে বন্যায় ঘরবাড়ি, কৃষিজমির ক্ষতি, মৃত ১৩

মিলান ঃ ইটালির উত্তরাঞ্চলীয় এমিলিয়া রোমানিইয়া অঞ্চলের বন্যায় অন্তত ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ কয়েকশ কোটি ডলার। বিশেষ করে কৃষিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এই বন্যা, জানিয়েছেন আঞ্চলিক গভর্নর।

সতর্কতা জারি করা হয়েছে সিসিলিতেও। বন্যা পরিস্থিতিতে টোকিওতে জি সেভেন সম্মেলন থেকে দ্রুত দেশে ফিরেছেন ইটালির প্রধানমন্ত্রী জর্জা মেলোনি। রোববার বিকালে বন্যাবিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করার কথা তার। যেতে পারেন বন্যায় বিপর্যস্ত ফোরলি শহরে। চলতি সপ্তাহের মুষলধারে বৃষ্টিতে রোমানিইয়ার পূর্বাঞ্চল সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ৩০০টি ভূমিধস নেমেছে, ২৩টি নদীর জল উপচে পড়েছে, প্রায় ৪০০টি রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়েছে, ৪২টি পৌরসভা প্লাবিত হয়েছে।

অনেক রাস্তা নষ্ট হয়ে গেছে। সেগুলিকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে তৈরি করতে হবে বলে ভূতত্ত্ববিদ পারিদ আন্তোলিনি বার্তাসংস্থা আনসাকে জানিয়েছেন। বোলোনিইয়া, রাভে, ফোরলি সেসেনা, রিমিনিতে উদ্ধার কাজ চলছে। শনিবার তীব্র ঝড় ও বন্যার কবলে পড়া রাভেনা প্রদেশে একটি হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়। এই ঘটনায় কোনো প্রাণহানি হয়নি। দুর্ঘটনায় আহত এক ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

বেটি নামে এক নারী স্থানীয় এক কৃষি সংস্থার ভাইস প্রেসিডেন্ট। তিনি বলেন, ''খরার কারণে মাটি শুকনো ছিল। ফাটল তৈরি হয়েছিল। শুকনো মাটি দুর্ভেদ্য হয়ে ওঠে। তারপর জল এসে সবকিছু ধ্বংস করে।'' বাগান, আঙুর ক্ষেত, এবং ফসল কাটার জন্য প্রস্তুত জমিও নষ্ট হয়েছে। হাজার হাজার খামার এখনও জলের নিচে, অগণিত গবাদি পশু মারা গেছে বা অনাহারে মৃত্যুর ঝুঁকিতে রয়েছে।

উত্তরপূর্ব ইটালির এই মারাত্মক বন্যায় ৩৬ হাজারের বেশি মানুষ এখন ঘরছাড়া। আঞ্চলিক কর্মকর্তারা বলেছেন, জলের স্রোত আরো ঘরবাড়ি গ্রাস করেছে। ভূমিধসের ফলে একাধিক এলাকা জনসংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এমিলিয়ার একাধিক শহরের রাস্তাগুলি জলে ভেসে যাচ্ছে। বৃষ্টির পরিমাণ বাড়ার কারণে আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ আবহাওয়ার লাল চিহ্নিত সতর্কতা রোববার পর্যন্ত বাড়িয়েছে।

অ্যাড্রিয়াটিক উপকূলে কিছু অংশে সর্বোচ্চ সতর্কতার স্তর এখনও কার্যকর রয়েছে বলে ইটালির নাগরিক সুরক্ষা বিভাগ (প্রোতেতজিয়নে চিভিলে) জানিয়েছে। কোথাও কোথাও পানি ধীরে ধীরে নামছে। শতাধিক উদ্ধারকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক রাস্তা পরিষ্কারের কাজ করছেন। ইটালির প্রধানমন্ত্রী জর্জা মেলোনি জরুরি অবস্থা মোকাবিলায় শনিবার জাপানে জি সেভেন শীর্ষ সম্মেলন থেকে মাঝপথে ফিরে আসেন। তিনি বলেন, সত্যি বলতে আমি এমন সময়ে ইটালি থেকে এত দূরে থাকতে পারি না।'' বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করার জন্য উদ্ধারকর্মী, স্বেচ্ছাসেবকদের ধন্যবাদ জানান তিনি।

স্বামীস্ত্রী উভয় জনপ্রতিনিধি,হয়নি এলাকায় উন্নয়ন,ভোট চাইতে আসলে ঝাড়ু পেটা করার নিদান গ্রামবাসীদের,বিক্ষোভ

হরিশ্চন্দ্রপুর ঃ দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে পঞ্চায়েত স্তরে জনপ্রতিনিধিত্ব করে আসছেন স্বামীস্ত্রী।এলাকায় হয়নি কোনো উন্নয়ন দাবি গ্রামবাসীর।এবার টিকিট পেলে ভোট বয়কটের হুমকি এলাকাবাসীর।পঞ্চায়েতে দাঁড়ালে ঝাঁটা পেটা করা হবে জনপ্রতিনিধি স্বামীস্ত্রীকে এমনই নিদান গ্রামবাসীর।আজ শনিবার সকাল ১১টা নাগাদ হরিশ্চন্দ্রপুর১ নং ব্লকের রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘরোট গ্রামের বাসিন্দা তথা তৃনমূল কর্মীরা একজোট হয়ে হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য তথা খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ কেরামুদ্দিন আহমেদ ও তার স্ত্রী আন গেজ বেগম তথা গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যার বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন। গ্রামবাসীদের অভিযোগ,পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য তথা খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ কেরামুদ্দিন আহমেদ ও তার স্ত্রী আন গেজ বেগম দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে জন প্রতিনিধিত্ব করে আসছেন।নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি ছাড়া তাঁরা এলাকায় তেমন উন্নয়ন করেননি।পানীয় জল ও রাস্তাঘাট নিয়ে চরম সমস্যায় রয়েছে এলাকার মানুষজন। ভোটের সময় বাড়ি বাড়ি গিয়ে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট আদায় করে থাকেন।ভোটে জেতার পর কেরামুদ্দিন কে এলাকায় দেখতে পাওয়া যায়না।তিনি নিজের পাটের গোলার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।সন্ধ্যার সময় পাখির মতো বাসায় ফেরেন।এলাকায় কারো কোনোরূপ সমস্যা হলে তাকে পাশে পাওয়া যায় না।এলাকার মানুষ তাকে আর পঞ্চায়েত স্তরে দেখতে চাইছেন না।অপরদিকে তৃনমূল কর্মীরা বিস্ফোরণ অভিযোগ তুলে বলেন,কেরামুদ্দিন দলে থেকে দল বিরোধী কাজ করে চলেছেন।ব্লক ও পঞ্চায়েত স্তরের তৃনমূল নেতাদের বিরুদ্ধে বিরোধীদের মতো অপপ্রচার করে চলেছেন।দলের মধ্যে অন্তরদ্বন্দ্ব লাগানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

বিক্ষোভকারী মহম্মদ হেলাল বলেন,কেরামুদ্দিন যদি আবার পঞ্চায়েতের টিকিট পেয়ে ভোট চাইতে আসে তাকে ঝাড়ু পেটা করে তাড়াব। তিনি কথা দিয়ে কথা রাখতে পারেন না।রাস্তা ও গ্রামে পুকুরের চারপাশে গার্ডোয়াল করে দেওয়ার কথা দিলেও কোন কাজ করেননি।

সাইরা বানু নামে এক বিধবা মহিলা জানান, তাকে মৃত্যু দেখিয়ে তার বিধবা ভাতা বন্ধ করে দিয়েছে কেরামুদ্দিন বলে অভিযোগ।

ওয়ারেশা বিবি নামে এক মহিলা জানান,গ্রামে পুকুরের পাশের রাস্তাটি বেহাল অবস্থায় থাকার কারণে বছর দেড়েক আগে তার এক শিশু সন্তান জলে ডুবে মারা গেছেন।খবর পাওয়া সত্ত্বেও জনপ্রতিনিধি স্বামীস্ত্রীকে কেউ দেখা করতে আসেননি।

কেরামুদ্দিন আহমেদ জানান,যারা বিক্ষোভ দেখালেন তারা কংগ্রেস দলের কর্মী।দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে তাকে কেউ হারাতে পারছে না।

ভোট মূহুর্তে এলাকায় তার ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য চক্রান্ত করে চলেছে বিরোধীরা।দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে এলাকায় যা কাজ হয়নি ১০ বছরে তা তিনি করে দেখিয়ে দিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে মিছিল করলো তৃণমূল কংগ্রেস

কোচবিহার ঃকেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে মিছিল করলো তৃণমূল কংগ্রেস। শুক্রবার সন্ধ্যায় দিনহাটার ভেটাগুড়িতে এই মিছিল হয়। মিছিলের নেতৃত্ব দেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ, তৃণমূলের দুই ব্লক সভাপতি অনন্ত বর্মন দীপক ভট্টাচার্য, আব্দুল জলিল আহমেদ প্রমূখ। এই মিছিলকে ঘিরে ব্যাপক আলোরন ছড়িয়ে পড়ে। বুধবার ভেটাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রতন বর্মন সহ বেশ কয়েকজন গ্রামপঞ্চায়েত সদস্যদের নিয়ে বিজেপিতে যোগদান করেন। এরপরেই উদয়ন গুহ রতনের সন্ধানে ভেটাগুড়ি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে ভেটাগরি অভিযানের ডাক দেয়। আর সেই পরিপ্রেক্ষিতেই শুক্রবার সন্ধ্যায় এই মিছিল আযোজিত হয় ভেটাগুড়িতে। দিনহাটা ও সিতাই বিধানসভা কেন্দ্রের কয়েক হাজার কর্মী সমর্থক এদিনের এই মিছিলে অংশ নেয়। এদিনের এই মিছিল ভেটাগুড়ি ফুটবল মাঠ থেকে বের হয়ে গোটা এলাকা পরিক্রমা করে।এদিন মিছিল শেষে উদয়ন গুহ বলেন, রতন রতনকে চিনে ডাকাত ডাকাতকে চেনে।

কালিয়াগঞ্জ কান্ডে মৃত মৃত্যুঞ্জয় বর্মনের বাড়িতে এলেন সুকান্ত মজুমদার

উত্তর দিনাজপুর ঃউত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ থানার রাধিকাপুরের চাঁদগাঁও এলাকায় মৃত মৃত্যুঞ্জয় বর্মনের বাড়িতে এলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। মৃত্যুঞ্জয় বর্মনের বাবার সাথে কথা বলেন তিনি এবং মৃত্যুঞ্জয়ের সমাধিস্থলে মাল্যদান করে পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন সুকান্ত মজুমদার। সুকান্ত মজুমদার বলেন এখনো পযর্ন্ত এই এলাকায় ভয়ের পরিবেশ রয়েছে।আমি পরিবারের লোকেদের ফিরিয়ে এনেছি, এদের কারোর যদি কিছু হয় তার জন্য দায়ী থাকবে এই পুলিশ প্রশাসন।তারপর এই পুলিশ প্রশাসনকে কিভাবে শায়েস্তা করতে হয় সেটা আমরা দেখাবো। পরিবারের লোকের পাশাপাশি সুকান্ত মজুমদারও সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।

৫ই জুন থেকে ভুটানে অনুষ্ঠিত হবে আন্তর্জাতিক হিন্দি সম্মেলন ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

শিলিগুড়ি ঃ ৫ই জুন থেকে ভুটানে আন্তর্জাতিক হিন্দি সম্মেলন এবং পুরস্কার অনুষ্ঠানের আযোজন হতে চলেছে। যেখানে উপস্থিত থাকবেন বিভিন্ন রাজ্যের শতাধিক কবিসাহিত্যিকরা।এই সমস্ত অতিথিরা ৪ঠা জুন শিলিগুড়ি পৌঁছবেন। ৪ঠা জুন শিলিগুড়ির হোটেল মাইলস্টোনএ সমস্ত অতিথিদের স্বাগত জানানো হবে এবং সম্মান জানানো হবে। এরপর ৫ই জুন সবাই ভুটানের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন। এবারের আন্তর্জাতিক হিন্দি সম্মেলন ও পুরস্কার অনুষ্ঠান ভুটানে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ৫ই জুন থেকে আগামী ৮ দিন পর্যন্ত চলবে এই কর্মসূচি। শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে মুক্তধারা প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনের পক্ষ থেকে এক সংবাদিক সম্মেলনে এই ঘোষণা করা হয়।

সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ নিয়ে সচেতনতা শিবির

শিলিগুড়ি ঃসেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ নিয়ে সচেতনতা শিবির ও কমিউনিটি সার্ভিস প্রোগ্রামের আয়োজন করলো শিলিগুড়ি জংশন ট্রাফিক গার্ড। শনিবার আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার অখিলেশ চতুর্বেদী।ট্র্যাফিক নিয়ম সহ সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ নিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে একটি সচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন করলো শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের অন্তর্গত জংশন ট্র্যাফিক গার্ড। শনিবার জংশন এলাকায় এই অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়। একইসাথে আয়োজিত হয় কমিউনিটি সার্ভিস অনুষ্ঠান। এদিনের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার অখিলেশ চতুর্বেদী ছাড়াও পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তারা। এদিন ট্রাফিক আইন নিয়ে সকলকে সচেতন করেন কমিশনার।

চুরি যাওয়া টোটো উদ্ধার করল নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ

শিলিগুড়ি ঃ চুরি যাওয়া টোটো উদ্ধার করল নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ।বৃহস্পতিবার সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের ট্যাংনাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা মনজুর আলী তার নিজস্ব টোটো তে করে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ফুলবাড়ী দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ফুলবাড়ী সংলগ্ন জোটিয়াকালী বানিয়াপাড়া এলাকায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে এসেছিলেন। সেখান থেকেই তার টোটো চুরি যায়। শুক্রবার নিউ জলপাইগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। এদিকে অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। অভিযোগের কয়েক ঘন্টার মধ্যেই চুরি যাওয়া টোটো উদ্ধার করতে সক্ষম হয় নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। এই ঘটনায় দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পুলিশ ও প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করলো জাতীয় শিশু অধিকার রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান

মালদা ঃ নাবালিকা ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনার বিষয় তদারকিতে এসে পুলিশ ও প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করলো জাতীয় শিশু অধিকার রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান প্রিয়াঙ্ক কানঙ্গ। শুক্রবার দিল্লি থেকে মালদায় আসে জাতীয় শিশু অধিকার রক্ষা কমিশনের তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল। মালদা শহরের বিনয় সরকার অতিথি আবাসে এদিন দুপুরে নির্যাতিতার পরিবার সঙ্গে কথা বলে জাতীয় শিশু অধিকার রক্ষা কমিশনের সদস্যরা। সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন ইংরেজবাজারের বিজেপি দলের বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী । বেশ কিছুক্ষণ আলোচনার পর একের পর এক পুলিশ ও প্রশাসনের অভিযোগ এবং ভূমিকার কথা শোনার পর, সেই বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন জাতীয় শিশু অধিকার রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান। যদিও এদিনের বৈঠকে জেলা প্রশাসনের পদস্থ কোনো কর্তারাই উপস্থিত না হওয়ায় এক প্রকার আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন জাতীয় শিশু অধিকার রক্ষা কমিশন কর্তৃপক্ষ । এদিনের এই বৈঠকের পাশাপাশি এদিন ইংরেজবাজার ব্লকের কাজিগ্রাম, সাদলাপুর এলাকার বেশ কয়েকটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র পরিদর্শন করে দিল্লির ওই টিমটি। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির সাময়িক পরিস্থিতি দেখেও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন জাতীয় শিশু অধিকার রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান প্রিয়াঙ্ক কানঙ্গ। এদিন জাতীয় শিশু অধিকার রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যানের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন সম্প্রতি পুরাতন মালদার নবাবগঞ্জ এলাকার মৃত ধর্ষিতা নাবালিকা ছাত্রীর পরিবার এবং কয়েক মাস আগে ঘটে যাওয়া গাজোলের আরও এক নাবালিকা ধর্ষিতার পরিবার। তাঁদের কাছ থেকে পুলিশ ও প্রশাসনের অসহযোগিতার কথা রীতিমতো শোনেন দিল্লি থেকে আসা শিশু অধিকার রক্ষা কমিশনের কর্তারা। এদিন জাতীয় শিশু অধিকার রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান প্রিয়াঙ্ক কানঙ্গ বলেন , পুরাতন মালদার নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পর গত ১ এপ্রিল দিল্লি থেকে আমরা মালদা এসেছিলাম. নির্যাতিতা মৃত নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে দেখাও করি। কিন্তু পুলিশ ও প্রশাসন কোনোভাবেই সহযোগিতা করছে না। সেই সময় নানান সমস্যার বিষয়গুলি জানতে পেরে আমরা রাজ্যের মুখ্য সচিবকে জানিয়েছিলাম। যাতে নির্যাতিতা পরিবারকে যথাযোগ্য ভাবে সহযোগিতা করা হয়। কিন্তু তারপর এক মাস কেটে গিয়েছে। আবারও মালদা এসেছি। কিন্তু ওই নির্যাতিতা পরিবারদের কাছ থেকে যে ধরনের অভিযোগের কথা শুনেছি, তাতে জেলা পুলিশ ও প্রশাসন কোনো রকম ভাবেই ওই পরিবার গুলিকে সহযোগিতা করছে না । এক্ষেত্রে পুরো বিষয়টির একটি রিপোর্ট তৈরি করে প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে জানানো হবে। জাতীয় শিশু অধিকার রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান প্রিয়াঙ্ক কানঙ্গ আরো বলেন, পুলিশকে দিয়ে ওই নির্যাতিতার পরিবারের গোয়েন্দাগিরি করানো হচ্ছে। ওই পরিবার গুলিকে কোনরকম ভাবেই সামাজিক স্তরে মেলামেশা করতে দেওয়া হচ্ছে না। এদিন পুলিশের নজর এড়িয়ে কোনরকমে নির্যাতিতার পরিবার সদস্যরা আমাদের সঙ্গে এসে দেখা করেছেন। তাদের মুখ থেকে সমস্ত অভিযোগের কথা শুনেছি। এছাড়াও এদিনের আলোচনায় জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক অথবা ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের কোনো আধিকারিক ও উপস্থিত ছিলেন না, রাতে করে তাঁদের কাছে নির্যাতিতা পরিবারগুলির পুলিশি অসহযোগিতার কথা তুলে ধরা যেতে পারে। এতেই বোঝা যাচ্ছে জেলা পুলিশ ও প্রশাসন কোনোরকম ভাবেই ওই পরিবার গুলির পাশে নেই। এদিন জাতীয় শিশু অধিকার রক্ষা কমিশন কর্তৃপক্ষ মৃত পুরাতন মালদার নাবালিকা ছাত্রীর ময়নাতদন্তের রিপোর্ট নিয়েও চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। ময়না তদন্ত রিপোর্টে কারচুপি করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন সংশ্লিষ্ট কমিশনের চেয়ারম্যান প্রিয়াঙ্ক কানঙ্গ। শুধু তাই নয়, এদিন ইংরেজবাজারের যে কয়টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন, সেখানকার পানীয় জল, বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা সহ সার্বিক মান দেখেও উদ্বেগ প্রকাশ করেন জাতীয় শিশু অধিকার রক্ষা কমিশন কর্তৃপক্ষ। কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন , এই ধরনের অব্যবস্থা আগে কোথাও দেখে নি। পশ্চিমবঙ্গের মালদায় এসে যে পরিস্থিতি দেখছি তাতে ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। আমরা এদিন সমস্ত অভাব অভিযোগের কথা নথিভুক্ত করেছি। তার রিপোর্ট কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে জানানো হবে। এদিকে একই সঙ্গে মালদায় নাবালিকা ধর্ষণ ও খুন কাণ্ডের বিষয়টি নিয়ে তদারকি করতে আছেন রাজ্য মহিলা কমিশনের একটি প্রতিনিধি দল।

ভুল রক্ত দেওয়ার অভিযোগ

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ ভিন্ন রাজ্যের ভর্তি থাকা রোগীকে ভুল রক্ত দেওয়ার অভিযোগ উঠলো সিউড়ি সদর হাসপাতালে । উনিশে মে জন্ডিস নিয়ে সিউড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি হয় ঝাড়খন্ড রাজ্যের দুমকা জেলার বাঙ্কিঝোর গ্রামের পনেরোবছর বয়সী সোনালী মারান্ডী । সোনালীর ও পজিটিভ রক্ত কিন্তু তাকে এ পজিটিভ রক্ত দেওয়ার অভিযোগ উঠে নার্সের বিরুদ্ধে । সোনালীর মামা জগন্নাথ টুডু বলেন, গতকাল ও পজিটিভ রক্ত দিয়েছিল কিন্তু আজ এ পজিটিভ রক্ত দিয়েছিল কুড়ি মিনিট চলায় রোগী থরথর করে কাঁপছিল । নার্সরা আসে নাই । এখন রোগী ভালো আছে । সিউড়ি শহর আইএনটিইউসি সভাপতি রাজীব দাস বলেন, নিজেরা তদন্ত করে দেখলাম । হাসপাতাল সুপার, সহকারী সুপার কাউকেই পেলাম না । তদন্তের জন্য ডাক্তারবাবুদের বলা হয়েছে । বিধায়ককে জানানো হয়েছে ।

পারিবারিক জমি বিবাদ কে কেন্দ্র করে নিজের দুই ভাই ও বাবা কে ধারাল অস্ত্র দিয়ে মারার অভিযোগ উঠল ছেলের বিরুদ্ধে

উত্তর দিনাজপুর ঃ পারিবারিক জমি বিবাদ কে কেন্দ্র করে নিজের দুই ভাই ও বাবা কে ধারাল অস্ত্র দিয়ে মারার অভিযোগ উঠল ছেলের বিরুদ্ধে।। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর থানার গচিগছ এলাকায়।। জানা গিয়েছে পানাবুল এর তিন ছেলে সামাদ আলম, জাহির আলম ও মনসুর,, তিন ছেলে জমি ভাগ করে দেন বাবা পানাবুল।। আজ সেই জমি ভাগাভাগি নিয়ে বিবাদ শুরু হয় বাবা ও দুই ভাইয়ের সাথে মনসুর এর। সেই বিবাদ চলাকালীন আচমকা মনসুর ধারাল অস্ত্র দিয়ে তার বাবা ও দুই ভাইয়ের উপর চোড়াও হয়।। এরপর একের পর এক ধারাল অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে তিনজনকে বলে অভিযোগ । ঘটনায় গুরুতর জখম হন বাবা পানাবুল ও তার দুই ভাই।। জখমদের উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় চিকিৎসার জন্য।। ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছায় ইসলামপুর থানার পুলিশ।। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রক্তদান শিবিরে খোদ পুলিশ সুপার, ডিএসপি সহ অন্যান্য পুলিশকর্মীরা রক্তদান করলেন

জলপাইগুড়ি ঃ রক্তদান শিবিরে খোদ পুলিশ সুপার, ডিএসপি সহ অন্যান্য পুলিশকর্মীরা রক্তদান করলেন।শনিবার রক্তদান শিবিরে খোদ পুলিশ সুপার, ডিএসপি সহ অন্যান্য পুলিশকর্মীরা রক্তদান করলেন।শনিবার জলপাইগুড়ি তে তীব্র তাপদাহ। হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকের রক্ত সংকট। ঠিক তখনই রক্তদানে এগিয়ে এলেন জেলা পুলিশ। জলপাইগুড়ি পুলিশ লাইনে রক্তদান শিবিরের আযোজন জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে। এই রক্তদান শিবিরে খোদ পুলিশ সুপার, ডিএসপি সহ অন্যান্য পুলিশকর্মীরা রক্তদান করলেন। জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপার জানান গরমে রক্ত সংকটের কথা ভেবে প্রত্যেক থানায় এক এক করে রক্তদান শিবিরে আয়োজন কয়া হচ্ছে। তে তীব্র তাপদাহ। হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকের রক্ত সংকট। ঠিক তখনই রক্তদানে এগিয়ে এলেন জেলা পুলিশ। জলপাইগুড়ি পুলিশ লাইনে রক্তদান শিবিরের আযোজন জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে। এই রক্তদান শিবিরে খোদ পুলিশ সুপার, ডিএসপি সহ অন্যান্য পুলিশকর্মীরা রক্তদান করলেন।

জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপার জানান গরমে রক্ত সংকটের কথা ভেবে প্রত্যেক থানায় এক এক করে রক্তদান শিবিরে আয়োজন কয়া হচ্ছে।

নকশাল বাড়ি চা বাগানের ফাগু লাইনে ঝুলন্ত অবস্থায় মৃত্যু এক যুবতীর

শিলিগুড়ি ঃ জানা গিয়েছে গভীর রাতে গলায় দড়ি দেওয়া অবস্থায় ঘরের ভেতর ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। এরপর ঘটনার খবর দেওয়া হয় নকশালবাড়ি থানাকে। নকশালবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে নকশালবাড়ি গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে আসে। শুক্রবার মৃতদেহটিকে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। মৃত যুবতীর নাম প্রিস্কা ওঁরাও(২০)। নকশালবাড়ি চা বাগানের ফাগু লাইনের বাসিন্দা। প্রেম না অন্য কোনো কারণে এই আত্মহত্যা তার তদন্তে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ।

১৯ শে শিলিগুড়ির রাস্তায় SFI এর প্রতিবাদ মিছিল

শিলিগুড়ি – শুক্রবার দার্জিলিং জেলা এসএফআইয়ের দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে আগামী কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেন এসএফআইয়ের জেলা সম্পাদক অঙ্কিত দে। আগামী ১৯ শে মে জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল, আট হাজারের বেশি সরকারি স্কুল বন্ধ করা ও অযোগ্যদের চাকরি দেওয়ার বিরুদ্ধে ওই প্রতিবাদ মিছিল করবে এসএফআই। শিলিগুড়ি, ডাবগ্রাম ও এনজেপি - ফুলবাড়ি আঞ্চলিক কমিটির তরফে ওই মিছিল আয়োজিত হবে। মিছিলটি নীলনলিনী বিদ্যামন্দির থেকে শুরু করে শহরের রাজপথ পরিক্রমা করবে।

ফের বিস্ফোরক ইসলামপুরের তৃণমূল বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরী

উত্তর দিনাজপুর ফের বিস্ফোরক ইসলামপুরের তৃণমূল বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরী।দাড়িভিটকাণ্ডে এন আই এ তদন্তের নির্দেশকে সঠিক দাবী করে নাম না করে দলেরই নেতৃত্বদের দুষলেন বিধায়ক করিম সাহেব। করিম সাহেব জানিয়েছেন, দাড়িভিটের ঘটনায় দুটি ছেলের মৃত্যু খুবই দুঃখজনক, নেতাদের উপস্থিত বুদ্ধির অভাবে দাড়িভিটের ঘটনা এতো বড়ো হয়ে গিয়েছে। দাড়িভিটের ঘটনার জন্য করিম সাহেব তৎকালীন বিধায়ক বর্তমানে জেলা তৃণমূল সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল ও বর্তমানে গোয়ালপোখরের তৃণমূল বিধায়ক তথা রাজ্যের উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী গোলাম রব্বানীকে দায়ী করেছেন। পাশাপাশি দাড়িভিটের ঘটনার জন্য শুভেন্দু অধিকারীকেও দায়ী করে করিম সাহেব বলেন, শুভেন্দু অধিকারী বিজেপিতে যাবে বলেই ভেতরে ভেতরে তৃণমূলের ক্ষতি করছিল। দাড়িভিটের ঘটনার বারবারন্তর জন্য শুভেন্দু অধিকারীই দায়ী। পাল্টা করিম সাহেব অনেক সিনিয়র লিডার ওনার মন্তব্যের বিষয়ে কিছু বলব না বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী রব্বানী।এছাড়া শুধু দাড়িভিট নয় ইসলামপুরে বেশকয়েকটি ঘটনা ঘটিয়েছিল শুভেন্দু অধিকারী বলেও মন্তব্য করা সহ বিজেপি শুধুমাত্র মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করতে জানে বলে মন্তব্য করেন মন্ত্রী রব্বানী।

ব্যাংকে গিয়ে সঠিক ভাবে মিলছে না পরিষেবা গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ গ্রাহকদের

আলিপুরদুয়ার –ব্যাংকে গিয়ে সঠিক ভাবে মিলছে না পরিষেবা। গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ গ্রাহকদের।ঘটনাটি ঘটেছে ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বরের একটি ব্যাংকে। ওই ব্যাংক গ্রাহকদের অভিযোগ, বহু দিন থেকে ব্যাংকের সমস্ত পরিষেবা শিকেয় উঠেছে। বার বার অভিযোগ জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি। কার্যত বাধ্য হয়েই, শুক্রবার আঃদোলনের পথ বেছে নেন গ্রাহকরা। ব্যাংকের মূল গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখান গ্রাহকরা। দীর্ঘক্ষণ ধরে বিক্ষোভ চালিয়ে যান। ব্যাংকের এই শাখায় কোনোরকম কাজকর্ম সঠিক ভাবে হচ্ছে না বলে জানান গ্রাহকরা।

জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ধুমধাম করে পালিত হল আন্তর্জাতিক নার্স দিবস

জলপাইগুড়ি –বিশ্ব উষ্ণায়ণের প্রভাব খানিকটা কমাতে সকলকে গাছ উপহার দেওয়ার বার্তা দিলেন জলপাইগুড়ি সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের নার্সিংস্টাফেরা। শুক্রবার যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে জলপাইগুড়িতে আন্তর্জাতিক নার্স দিবস পালন করা হয়েছে। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। হাসপাতালের নার্সিং সুপার কাকলী সিনহার হাতে এদিন গাছ উপহার দেওয়া হয়েছে। কাকলী সিংহ বলেন, আজকের এই দিনে স্বাস্থ্য পরিষেবার কাজে নার্সদের গুরুত্ব যে অপরিহার্য সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আওয়ার নার্সের, আওয়ার ফিউচারস এদিন এই বার্তাই দেন নার্সিং সুপার কাকলী সিনহা।

পাচার করার আগেই গোপনে অভিযান চালিয়ে প্রায় ৫০ টি নামিদামি কোম্পানির মোবাইল উদ্ধার

মালদাঃ সীমান্তের ওপারে পাচার করার আগেই গোপনে অভিযান চালিয়ে প্রায় ৫০ টি নামিদামি কোম্পানির মোবাইল উদ্ধার করলো পুলিশ। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বৈষ্ণবনগর থানার পিটিএস মোড় এলাকা থেকে চোরাই মোবাইলসহ দুই পাচারকারীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া মোবাইলগুলি অধিকাংশই মূল্যবান এবং নামিদামী কোম্পানির । শুক্রবার ধৃত দুই পাচারকারীকে মালদা আদালতে পেশ করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম রকি শেখ এবং আব্দুল জব্বার। এদের বাড়ি কালিয়াচক থানার চকশেহেরদিপুর এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, এদিন একটি ব্যাগি করে নামিদামী কোম্পানির ওই চোরাই মোবাইলগুলি নিয়ে পিটিএস মোড়ে জড়ো হয়েছিল অভিযুক্তরা। পরিকল্পনা ছিল সীমান্তের ওপারে এই মোবাইল গুলি পাচার করার। কিন্তু তার আগেই গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ অভিযান চালায় এবং ওই দুইজনকে চোরাই মোবাইল সহ হাতেনাতে ধরে ফেলা হয়। প্রাথমিক জেলাযর ধৃতেরা জানিয়েছে, কালিয়াচকের কোন একটি জায়গা থেকেই এই চোরাই মোবাইল গুলি তারা সংগ্রহ করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল সীমান্তের ওপারে পাচার করার। এই চোরাই মোবাইল উদ্ধারের ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

দলবদলের উলটপুরাণ, তৃণমূল থেকে সিপিএমএ

কলকাতা ঃ সুন্দরবনের কুলতলি ব্লকে তৃণমূলের গুরুত্বপূর্ণ নেতারা যোগ দিয়েছেন সিপিএমএ।

২০২৪ লোকসভা ভোটের আগে কী শক্ত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সিপিএমের হাত? প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মহলে। কারণ, তৃণমূল থেকে একগুচ্ছ নেতা যোগ দিয়েছেন সিপিএমে।

সুন্দরবন পশ্চিমবঙ্গের ভোট সমীকরণে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। সেই সুন্দরবনের কুলতলি ব্লকের তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি সহ একদল নেতা সাবেক মন্ত্রী কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে যোগ দিয়েছেন সিপিএমে। তৃণমূলের অন্তত ৫০ জন সক্রিয় নেতাকর্মী এবং প্রায় আড়াই হাজার পরিবার সিপিএমে যোগ দিয়েছেন।

এর মধ্যে সবচেয়ে বড় নাম চুপড়িঝাড়া তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল কমিটির সভাপতি রবিউল হক মোল্লা। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের বক্তব্য, এর আগে তৃণমূল ছেড়ে বেশ কিছু নেতাকর্মী বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। ২০২১ সালের নির্বাচনের পরে অনেকে আবার তৃণমূলে ফিরেও এসেছেন। কিন্তু সিপিএমে যোগ দেওয়ার ঘটনা বিরল। শুধু তাই নয়,

সংখ্যালঘু অঞ্চলে এই ঘটনা ঘটায় একটি বিষয় স্পষ্ট, তৃণমূলের মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক ভাঙতে শুরু করেছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক অভ্র ঘোষের বক্তব্য, ''আইএসএফ নেতা নওসাদ সিদ্দিকিকে গ্রেপ্তারের পর থেকে তৃণমূলের মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক ভাঙতে শুরু করেছে, এ কথা বলাই যায়।'' সিপিএম সেই ভোটব্যাঙ্ককেই এবার গুরুত্ব দিচ্ছে বলে বিশেষজ্ঞদের একাংশের বক্তব্য। কান্তি গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, আরো বহু মানুষ তৃণমূল ছেড়ে সিপিএমে যোগ দেওয়ার অপেক্ষায় আছেন। সময় মতো তারাও যোগ দেবেন। তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে এবিষয়ে কথা বলার চেষ্টা করা হলেও তারা মন্তব্য করতে চাননি।

হাজার টাকার নোটের সুবিধা এবং অসুবিধা

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে এক হাজার টাকার নোটের আধিক্য দেখা যাচ্ছে। এটা বাংলাদেশে সর্বোচ্চ কাগুজে নোট। ভারতে দুই হাজার টাকার নোট বাতিল করা হয়েছে। বড় নোট নিয়ে কথা হচ্ছে বাংলাদেশেও। বাংলাদেশের চিন্তা কী? বিশ্লেষকরা বলছেন বেশি টাকার নোটের সুবিধা এবং অসুবিধা দুই দিকই আছে। এটা অনেকটা মূল্যস্ফীতির উপর নির্ভর করে। তাই অনেকে দেশে দশ হাজার মুদ্রার নোটও আছে। বাংলাদেশে এখন মূল্যস্ফীতি যে পর্যায়ে রয়েছে তাতে এক হাজার টাকার নোট স্বাভাবিক। তবে সমস্যা হচ্ছে বড় নোট থাকায় তা চোরাচালান, অর্থ পাচার, ঘুস লেনদেনসহ নানা অবৈধকাজে এই নোটের ব্যবহার বেড়ে যায়। আর এই বড় নোট জালও হয় বেশি। বাংলাদেশ ব্যাংক এক হাজার টাকার নোট বেশি জাল হওয়ার কথা স্বীকার করেছে। এছাড়া বড় নোট ব্যাংকের বাইরে সঞ্চয়ের কাজে ব্যবহার করা হয়। ফলে ব্যাংকের বাইরে ওই নোট চলে যায়। বাংলাদেশে ব্যাংক নোট বলতে ১০, ২০, ৫০, ১০০, ২০০, ৫০০ এবং এক হাজার টাকা চালু রয়েছে। আর এক, দুই ও পাঁচ টাকার নোট ও কয়েন হলো সরকারের। বাংলাদেশে এক হাজার টাকার নোট চালু হয় ২০০৮ সালের ২৭ অক্টোবর থেকে।কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বলছে, সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বাজারে প্রচলিত নোটের মধ্যে এক হাজার টাকার নোটের পরিমাণ দ্রুত গতিতে বাড়ছে। ২০১১ সালেও দেশে মোট ব্যাংক নোটের ২৪.৫৪ শতাংশ ছিল হাজার টাকার নোট। এখন তা অর্ধেকেরও বেশি। বাজারে থাকা নগদ অর্থের এক লাখ ৩৪ হাজার ৩১৮ কোটি টাকা আছে এক হাজার টাকার নোটে। এটা দেশের মোট ইস্যু করা নোটের ৫২. ৭৭ শতাংশ। আরো ৩৮.৮০ শতাংশ ৫০০ টাকার নোট । সেই হিসাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট ইস্যুকৃত অর্থের ৯১ শতাংশেরও বেশি উচ্চমূল্যের নোট। ২০২১-২২ অর্থবছরে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এক হাজার টাকার নোট ছাপিয়েছে ১৯ কোটি ৩৯ লাখেরও বেশি। বাজারে এক হাজার টাকার নোটের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৬ দশমিক ৮৭ শতাংশ। বিশ্লেষকরা বলছেন, বাংলাদেশের মতো একটি অর্থনীতির দেশে ৬০-৭০ হাজার কোটি টাকার নগদ অর্থ যথেষ্ট। ব্যাংক খাতের মোট আমানতের ১০-১২ শতাংশ নগদ হিসেবে বাজারে থাকাই যুক্তিযুক্ত মনে করেন তারা। কিন্তু বর্তমানে ব্যাংক খাতের মোট আমানতের প্রায় ১৮ শতাংশ বাজারে নগদ অর্থ হিসেবে আছে। যমুনা ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক(এমডি) মো. নুরুল আমিন বলেন, বড় নোটের প্রথম সমস্যা হলো বড় নোট দিয়ে অবৈধ লেনদেন সুবিধা, পাচার করা সুবিধা, ঘুস লেনদেনের সুবিধা, টাকা ব্যাংকের বাইরে জমিয়ে রাখার সুবিধা। মোট কথা যারা অনৈতিক কাজ করেন তাদের জন্য বড় নোট আকর্ষণীয়। এর কারণেই হয়তো প্রয়োজনের তুলনায় বেশি নগদ অর্থ ব্যাংকের বাইরে আছে। আর সেটা হাজার টাকার নোটই বেশি। বড় নোটের আরেকটা সমস্যা হচ্ছে জাল টাকা। যরাা টাকা জাল করে তারা তাদের সুবিধার জন্য বড় নোটই জাল করে বলে জানান তিনি। একারণে হাজার টাকার নোট দিয়ে লেনদেনের সময় সতর্কতা জরুরি। অনেকে প্রতারিত হন। তবে এর বিপরীত দিকও আছে বলে জানান তিনি। তার মতে, নোট কতটা বড় হবে তা নির্ভর করে মূল্যস্ফীতির উপর। এখন পাকিস্তান জিম্বাবুয়েকে অনেক বড় নোট আছে। কোথাও ১০ হাজার টাকার নোটও আছে। বড় নোট বহন করাও সহজ। তার কথায়, ভারতে মোদী সরকার প্রথমবার ১০০ টাকার নোটও ব্যান্ড করেছিলো। তাতের উদ্দেশ্য ছিলো কালো টাকা দূর করা। এবারও হয়তো কালো টাকা, অবৈধ লেনদেন বন্ধ করতে এটা করেছে। কিন্তু ছোট নোট ব্যান্ড করলে সাধারণ মানুষ ভোগান্তিতে পড়ে। আর বড় নোট ব্যান্ড করলে পুরোটা ব্যাংকে আসেনা। কারণ অনেকে কালো টাকা প্রদর্শন করে বিপদে পড়তে চায় না।

বাংলাদেশ ব্যাংক যে দুই হাজার টাকার নোট চালুর চিন্তা করছে সেটা এখন করা ঠিক হবে না বলে মনে করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, আমাদের এখন বাজারের যা অবস্থা তাতে এক হাজার টাকার নোট চলতে পারে, কিন্তু এর চেয়ে বড় নয়। এখন এক হাজার এবং ৫০০ টাকার নোট বেশি। সরকার পরিস্থিতি সামাল দিতে এক হাজার নোট ছেপে বাজারে দিচ্ছে। এর সমস্যাও আছে। তার সমাধান হতে পারে ক্যাশলেস ট্রান্সজেকশন। কিন্তু দেশের সব মানুষ বিশেষ করে স্বল্প এবং নিতে আয়ের মানুষ তো সেটা পারবেনা। তাই কাগুজে নোট তো পুরোপুরি বিদায় করা যাচ্ছেনা। তিনিও মনে করেন, বড় নোট অবৈধ লেনদেন, টাকা পাচারসহ নানা অনৈতিক কাজে ব্যবহার হয় বেশি। বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র এবং নির্বাহী পরিচালক মেসবাউল হক ডয়চে ভেলেকে বলেন, এক হাজার টাকার নোট জাল হয় বেশি। সেটা দেখার জন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনী আছে। তারা দেখছে। আর অন্য যেসব কথা আছে বড় নোট নিয়ে তা দেখার জন্যও নানা কর্তৃপক্ষ আছে। এক হাজার টাকার নোট নিয়ে ভারতের মত কোনো চিন্তা বাংলাদেশ ব্যাংকের নাই। আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, দুই হাজার টাকার নোট ইস্যু নিয়েও কোনো চিন্তা বা সিদ্ধান্ত নেই বাংলাদেদেশ ব্যাংকের। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশেও স্বাধীনতার পরসহ মোট দুইবার ১০০ টাকার নোট ব্যান্ড করা হয়েছিলো। এর উদ্দেশ্য ছিলো চোরাচালান এবং অবৈধ লেনদেন বন্ধ করা বলে জানান বিশ্লেষকরা।

জি২০ বৈঠকের আগে এনআইএর জালে জইশ চর, জম্মুকাশ্মীরের কুপওয়ারা থেকে গ্রেফতার

জম্মু ঃ জম্মুকাশ্মীরে সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে জি২০ শীর্ষ সম্মেলন। তার আগে নিশ্চিজদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা তৈরি করছে এনআইএ। রবিবার এনআইএর জালে ধরা পড়েছে জইশ চর। জম্মুকাশ্মীরের কুপওয়ারা থেকে সন্দেহভাজন জঙ্গিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

অভিযোগ, ধৃত সন্দেহভাজন জইশ ই মহম্মদ কমান্ডারের কাছে স্পর্শকাতর তথ্য পাঠাচ্ছিল। ধৃতের নাম মহম্মদ উবাইদ মালিক। ওই ব্যক্তি পাকিস্তানের জইশ ই মহম্মদ কমান্ডারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। এই অভিযোগে কুপওয়ারা জেলার ওই বাসিন্দাকে গ্রেফতার করেছে।

জম্মু ও কাশ্মীরে জি২০ বৈঠক শুরুর আগে নিরাপত্ত ব্যবস্থায় কোনো ফাঁক রাখতে চায়নি গোয়েন্দা সংস্থাগুলি। সেইমতো সন্ত্রাসী সংগঠনগুলিকে নিয়ে সতক্র ছিল তারা। ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি বা এনআইএ রবিবার সন্ত্রাসী ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে জইশ ই মহম্মদের চরকে গ্রেফতার করেছে।

এনআইএ প্রাথমিক তদন্তে জানিয়েছে, কুপওয়ারা জেলার মহম্মদ উবাইদ মালিক সন্ত্রাসী সংগঠনের কমান্ডারের সেনা ও নিরাপত্তা বাহিনীর গতিবিধিসহ গোপন তথ্য জানাচ্ছিল। এই তদন্তে নেমে এনআইএ জম্মু ও কাশ্মীরের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সন্ত্রাসী কার্যকলাপে অভিযুক্তদের জড়িত থাকার ঘটনায় নানা অপরাধমূলক নথি উদ্ধার করেছে।

অভিযুক্ত গত বছরের জুন মাসে এনআইএ দ্বারা নথিভুক্ত একটি মামলায় জড়িত ছিল। এনআইএ বেশ কয়েকটি মনোনীত সন্ত্রাসী সংগঠনের ক্যাডার এবং ওভার গ্রাউন্ড ওয়ার্কার্স দ্বারা তৈরি ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে মামলাটি নথিভুক্ত করেছিল। অভিযোগ, পাকিস্তানের জইশ ই মহম্মদ কমান্ডারদের নির্দেশে ষড়যন্ত্র চালানো হয়েছিল।

এআইএ জানতে পেরেছে, রিমোট কন্ট্রোলচালিত স্টিকি বোমা এবং ম্যাগনেটিক বোমাসহ মাদকদ্রব্য, নগদ অর্থ, অস্ত্র এবং ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস বা আইইডি সংক্রান্ত নানা কথা তাঁরা আদানপ্রদান করছিল। জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসী হামলা চালানোর পরিকল্পনা ছিল কি না খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আইইডি এবং বিস্ফোরক প্রায়শই ড্রোনের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়। সেই কাজে কতটা এগিয়েছিল জঙ্গি সংগঠন এনআইএ তদন্ত করে দেখছে। বিষয়টি নিয়ে আরো তদন্ত দরকার বলে জানিয়েছে তারা। মোট কথা জি২০ বৈঠকের আগে নিরাপত্তায় কোনো খামিত রাখাতে চাইছে না তাঁরা।

নিরাপত্তার বজ্র আঁটুনির মধ্যেও যাতে কোনো ফাঁক না রয়ে যায়, তার জন্য সদা সতর্ক নিরাপত্তারক্ষীরা। জম্মু ও কাশ্মীরে জি২০ শীর্ষ সম্মেলনি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তার আগে সেখানে যাতে কোনো হিংসাত্মক ঘটনা না ঘটে, তার জন্য সতর্ক হয়ে কাজ করছে সমস্ত তদন্তকারী সংস্থা। সোমবার বৈঠক শুরুর আগে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।

রোগী ভর্তি নিয়ে সংঘাত! একাধিক ধারায় মদন মিত্রের বিরুদ্ধে FIR এসএসকেএম কর্তৃপক্ষের

কলকাতা ঃ সংঘাত চরমে! মদন মিত্রের বিরুদ্ধে এফআইআর করল এসএসকেএম কর্তৃপক্ষ। স্থানীয় ভবানীপুর থানাতে এই অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। একাধিক ধারায় এই মামলা রুজু করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। গ্রেফতার করে দেখাক! আর এরপরেই পাল্টা হুঁশিয়ারি মদন মিত্রের। রোগী ভর্তি নিয়ে এসএসকেএমের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়েছেন মদন মিত্র। শুক্রবার রাতে এক যুবককে ভর্তি করাতে যান তিনি। অভিযোগ, হাসপাতাল ভর্তি নেয়নি। আর এরপরেই কার্যত মেজাজ হারান কামারহাটির বিধায়ক। হাসপাতালে দাঁড়িয়ে একের পর এক হুঁশিয়ারি দেন। দালালারাজের অভিযোগে সরব হন তিনি। তাঁর অভিযোগ, কিছু মানুষ বাইরে থেকে এসে জ্যাক লাগাচ্ছে হাসপাতালে। শুধু তাই নয়, মোটা টাকার বিনিময়ে রোগী ভরতি চলছে বলেও অভিযোগ। সরাসরি হাসপাতাল কতৃপক্ষকে আক্রমণ করেন মদন মিত্র। বলেন, সে নো টু পিজি। এটা আর জনগণের হাসপাতাল নয়। আমাদের এরকম অবস্থা তাহলে সাধারণ মানুষের কী অবস্থা। আর এরপরেই পাল্টা বিধায়কের বিরুদ্ধে গুন্ডাগিরির কার্যত অভিযোগ তোলেন সুপার। এমনকি হাসপাতালের স্টাফদের নিগ্রহ করা হয় বলেও অভিযোগ। আর এই সংঘাতের পরেই দলকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন বিধায়ক। এমনকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকেও চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন। এই অবস্থায় তড়িঘড়ি মদন মিত্রকে শান্ত করতে নামেন কুণাল ঘোষ। কী ঘটেছে হঠাৎ কেন SSKM বয়কটের ডাক, মদনের অভিযোগের খোঁজ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী একেবারে সামনা সামনি বসে পরিস্থিতি সামাল দিতে নামেন তৃণমূল মুখপাত্র। একদিকে যখন বৈঠক চলছে পরিস্থিতি সামাল দিতে অন্যদিকে কামারহাটির বিধায়কের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করল এসএসকেএম। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলেই এহেন সিদ্ধান্ত বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় ভবানীপুর থানাতে একাধিক ধারায় এই অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অশ্লীল অঙ্গিভঙ্গি সহ একাধিক ধারায় এই মামলা রুজু করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। SSKM বয়কট করুন, হঠাৎ কেন একথা বললেন মদন মিত্র? বলে রাখা প্রয়োজন, হাসপাতাল সুপার ঘটনার পরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলেন। এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী নাকি জিরো টলারেন্স নীতি নেওয়ার কথা নাকি মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন। আর এরপরেই এহেন এফআইআর বলে হাসপাতাল সুত্রে জানা গিয়েছে। ৫ ৫ আর এহেন অভিযোগের পরেই মদন মিত্রের পাল্টা হুঁশিয়ারি, পারলে গ্রেফতার করে দেখান। অন্যদিকে মদন মিত্রের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক শেষে কুণাল ঘোষ বলেন, আলোচনার ভিত্তিতে সমস্ত সমস্যা মিটে গেছে। কিন্তু আদৌও কি সমস্যা মিটল? নাকি আইনি জটিলতা আরও বাড়তে চলেছে? সেদিকেই নজর রয়েছে সবার।

পিছিয়েছে ৭৫ কোটি টাকা চুরির চাঞ্চল্যকর মামলার শুনানি

পোল্যান্ড ঃ ড্রিল দিয়ে দেয়াল ছিদ্র করে প্রায় পঁচাত্তর কোটি টাকা লুট করে নিয়ে যায় একদল চোর। সেই মামলার শুনানি হওয়ার কথা ছিল পোল্যান্ডের একটি আদালতে। পোল্যান্ডের একটি জেলা আদালতে শুক্রবার মামলার শুনানির কথা ছিল। তখন বাদীদের একজনের পক্ষে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দিয়ে বলা হয়, তিনি খুবই অসুস্থ। তাই মামলার শুনানি সেদিন স্থগিত করা হয়। জুন মাসের শুরুতে আবার মামলার শুনানি হবে। এই মামলায় আসামীদের ১৫ বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে বলে জানা গেছে। তিন বছর আগে ঘটনাটি ঘটে ডাচজার্মান সীমান্তে জার্মান কাস্টমস অফিসে। তদন্তে জানা গেছে, সীমান্তবর্তী এমেরাইশ নামক জায়গায় কাস্টমস অফিসে ২০২০ সালের অল সেইন্টস ডে'র ছুটির দিনে চোরেরা ড্রিল মেশিন দিয়েদেয়ালে ছিদ্র করে ভেতরে ঢোকে। বেসমেন্টে অফিসের সিন্দুক ভেঙে ৬৫ লাখ ইউরো বা প্রায় পঁচাত্তর কোটি টাকা চুরি করে নিয়ে যায়। মোট চারজন এই কাজটি করেন। তিনজন ভেতরে থাকেন এবং একজন বাইরে পাহারা দেন। তারা পরে পোল্যান্ডে ধরা পড়েন। এছাড়া এই ঘটনায় একজন কাস্টমস কর্মী ও আরেক নারী জড়িত বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই ঘটনায় কাস্টমস অফিসের তথ্য বাইরে ফাঁস করে দেয়ার বিষয়টি আলোচনায় এসেছে। কাস্টমসের কর্মী চোরদের পরিকল্পনা করতে সহযোগিতা করেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। ''এই চুরিতে ভেতরের তথ্যগুলো দরকার ছিল,'' পোলিশ তদন্তকারী বলেন। ২০২২ সালের মে মাসে পোলিশ সীমান্তে গ্যোর্রিৎস নামক জায়গায় সন্দেহভাজন চার ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। পরে আরোতিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।পুলিশ অভিযান চালিয়ে প্রচুর অর্থও জব্দ করে।

বাংলায় ১০০ জনসভা! পঞ্চায়েত নির্বাচন নয়, ২০২৪ লোকসভার লক্ষ্যমাত্রা ফিক্সড করে দিল বিজেপি

কলকাতা ঃ বাংলায় একুশের ভোটে ব্যর্থ হয়েছে বিজেপি। তারপর উপনির্বাচন থেকে শুরু করে পুরনির্বাচন সবেতেই শোচনীয় ব্যর্থ। তাই ঘুরে দাঁড়াতে পঞ্চায়েত নির্বাচনকে ডেঙিয়ে আসন্ন লোকসভা ভোটকেই টার্গেট করছে বঙ্গ বিজেপি। বাংলায় অন্তত ১০০ জনসভা করার লক্ষ্যমাত্রা দিয়েছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। সম্প্রতি কর্নাটক নির্বাচনে ধাক্কা খেতে হয়েছে বিজেপিকে। কংগ্রেসের কাছে গোহারা হারতে হয়েছে। এই অবস্থায় আর এক বছরও বাকি নেই ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের। তাই বিজেপি এবার অনেক সতর্ক। তারা রাজ্যে রাজযে টার্গেট বেঁধে দিচ্ছেন আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে জেতার উদ্দেশে। বিজেপির এই টার্গেট বেঁধে দেওয়াই প্রমাণ করেছে, বাংলায় পঞ্চায়েত নির্বাচনে নয়, মোদীশাহদের লক্ষ্য ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচন। মোদী সরকারের ৯ বছর পূর্তিতে তাই আগামী এক বছর কঠিন টাস্ক দিলেন বিজেপির নেতারা। বঙ্গ নেতৃত্বের জন্য কঠিন লক্ষ্য দিয়েছে বিজেপি। বঙ্গ বিজেপিকে সার্কুলার দেওয়া হয়েছে, প্রত্যন্ত গ্রামে গ্রামে সভার আয়োজন করতে হবে। প্রতিটি জেলা ধরে টার্গেট স্থির করতে হবে। এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নিয়ে চা চক্র, নৈশভোজের আয়োজন করতে হবে। কেন্দ্রীয়মন্ত্রী, দলীয় সাংসদ ও জনপ্রিয় নেতাদের নিয়ে প্রতিটি এলাকায় জনসংযোগ করতে হবে। বিজেপিতে বিরাট ভাঙন, পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে দলে দলে যোগদান তৃণমূলে বিজেপি নেতাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৯ বছরে যে সমস্ত দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, তা তুলে ধরতে হবে। মোট কথা, মোদীকে মুখ করেই সমস্ত প্রচার পরিকল্পনা বিজেপির। জনসংযোগ বাড়ানোর পাশাপাশি জনসভাতেও বিশেষ জোর দিয়েছে বিজেপি। বাংলার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য দিয়েছে বিজেপি। গত বিধানসভা নির্বাচনে আশানুরূপ ফল করতে পারেনি। তারপর সমস্ত নির্বাচনেই বিজেপির ভরাডুবি হয়েছে বাংলায়। সেখান থেকে বেরোতে গেলে একটা বড় জয় চাই। ২০১৯-এর থেকেও বড় জয় পেতে হবে। তবেই বিজেপি তৃণমূলকে টেক্কা দিতে পারবে। তৃণমূলের সঙ্গ ছাড়ছেন বাংলার মানুষ! সিপিএমের কামব্যাকের লক্ষ্যে স্থির মহম্মদ সেলিম অমিত শাহ গতবার বাংলা সফরে এসে টার্গেট দিয়ে গিয়েচিলেন ৩৫ আসনে জেতার। এবার সেই টার্গেট পূরণে দিলেন ১০০ সভা করার নিদান। ২০২৪-এর লক্ষ্যে কোন কোন পন্থা অবলম্বন করে প্রচার পরিকল্পনাকে তারা চূড়ান্ত রূপ দিতে পারে তার একটা সার্কুলার প্রতি রাজ্যেই পাঠানো হয়েছে। বঙ্গ বিজেপিকে বলা হয়েছে, প্রতিটি মণ্ডল স্তরে একটি করে সভা করতে হবে। অন্তত ১০০ জনের সভা করতে হবে। সব লকসভায় বুদ্ধিজীবীদের সভায় নিয়ে আসতে হবে। সেখানে ক্রীড়াবিদ, ব্যবসায়ী, শহিদ পরিবারের সদস্যদেরও শামিল করতে হবে। সমাজের সর্বস্তরকে শামিল করার পাশাপাশি আদিনব্যের সমন্বয়ে জোর দিতে বলা হয়েছে।

সম্পাদকীয়

জি৭-এর বিবৃতি : চীন ও রাশিয়ার ওপর চাপ বৃদ্ধি

সাতটি শিল্পোন্নত দেশ শনিবার চীনের ক্রমবর্ধমান সামরিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা হুমকির বিষয়ে নিন্দাকে তীব্রতর করেছে। একই সময়ে তারা রাশিয়াকে তার সামরিক আগ্রাসন বন্ধ করতে এবং ইউক্রেন থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য চাপ দিতে বেইজিং-এর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। হিরোশিমায় জি-সেভেন শীর্ষ সম্মেলনের একটি বিবৃতিতে, চীনের অর্থনৈতিক বল প্রয়োগে, দক্ষিণ চীন সাগরের সামরিকীকরণ এবং কূটনীতিকদের নিরাপত্তাকে অবমূল্যায়ন ও তাদের কাজে হস্তক্ষেপ, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের নিষ্ঠা এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে অবমূল্যায়নের জন্য সমালোচনা করা হয়েছে। এছাড়া, জি৭ রাশিয়ার অবৈধ আগ্রাসনের মুখে, যতদিন প্রয়োজন হবে তত দিন ইউক্রেনকে সমর্থন করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত এই গ্রুপ বলেছে যে তাদের উদ্যোগগুলো চীনের ক্ষতি করার জন্য বা তার অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং

উন্নয়নকে বাধা দেয়ার জন্য নয়। জি-সেভেন, বেইজিংকে জলবায়ু, ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর ঋণ পুনর্গঠন, বৈশ্বিক স্বাস্থ্য এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার বিষয়ে এক সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আমরা বিচ্ছিন্ন হচ্ছি না বা অন্তর্মুখি হয়ে যাচ্ছি না। একই সঙ্গে, আমরা স্বীকার করি যে স্থিতিশীলতার জন্য অর্থনীতিকে ঝুঁকিমুক্ত ও বৈচিত্র্যময় করা প্রয়োজন। আমরা আমাদের নিজস্ব অর্থনৈতিকে প্রানবন্ত করতে, আমাদের অর্থনীতিতে এককভাবে এবং সম্মিলিতভাবে পদক্ষেপ নেবো। আমরা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহ শৃঙ্খলে অত্যধিক নির্ভরশীলতা হ্রাস করবো। জি-সেভেন পূর্ব ও দক্ষিণ চীন সাগরের পরিস্থিতি নিয়ে পুনরায় উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং এটি ইউক্রেনে সার্বিক, ন্যায্য এবং স্থায়ী শান্তিকে সমর্থন করতে বেইজিংকে উৎসাহিত করে। যুক্তরাজ্যের কর্নওয়ালে ২০২১ সালের জি ৭ শীর্ষ সম্মেলনের পর, এই বিবৃতিকে বেইজিংয়ের সবচেয়ে কঠোর সমালোচনা হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। সেই সম্মেলনে চীনের কথা প্রথমবারের মতো উল্লেখ করা হয়েছিলে। তুলনামূলকভাবে মৃদু ভাষায় এক শান্তিপূর্ণ সমাধানের আহ্বান এবং তাইওয়ানে স্থিতাবস্থা পরিবর্তনের একতরফা প্রচেষ্টার বিরোধিতা করা হয় বিবৃতিতে। তবে, জি ৭ সদস্যদের মধ্যে একটি সমঝোতার ভাবও দেখা গেছে কেউ কেউ এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আলোচনায় অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।এদের মধ্যে মধ্যে রয়েছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। ম্যাক্রোঁ এপ্রিলে বলেছিলেন,এটা ভাবা সবচেয়ে খারাপ হবে যে আমরা ইউরোপীয়রা এই বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের এজেন্ডা এবং চীনের অতিপ্রতিক্রিয়ার অনুগামী হবো। এর আগে,শনিবার জি ৭ নেতারা অর্থনৈতিক বলপ্রয়োগ সংক্রান্ত সমন্বয় প্ল্যাটফর্ম চালু করেন । রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে শাস্তিমূলক বাণিজ্য অনুশীলনের মোকাবেলার জন্য এটি একটি নতুন পরিকাঠামো । নির্দিষ্টভাবে কোনো দেশের নাম উল্লেখ না করলেও এই পরিকাঠামোটি চীনকে লক্ষ্য করেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, তা অনুধাবন করা যায়। এক বিবৃতিতে, জি ৭ বলেছে যে প্লাটফরমটি এই গ্রুপের সম্মিলিত মূল্যায়ন, প্রস্তুতি, প্রতিরোধ এবং প্রতিক্রিয়া সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। আর, সমন্বিত প্রতিক্রিয়া সন্ধান, প্রতিরোধ এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানে অর্থনৈতিক চাপ মোকাবেলা করতে ব্যবহৃত হবে নিজ নিজ আইনি ব্যবস্থা অনুসারে। বেইজিং থেকে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র ওয়াং ওয়েনবিন শুক্রবার এই উদ্যোগের বিষয়ে প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, জি-সেভেন শীর্ষ সম্মেলন যদি অর্থনৈতিক বলপ্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করতে চায়, তবে যুক্তরাষ্ট্র অন্য ছয় সদস্যকে যেভাবে বল প্রয়োগ করছে তা আগে আলোচিত হতে হবে।

রকেট আকাশে ওড়ার সময় কেন দুর্ঘটনা ঘটে

রকেট উৎক্ষেপণের সময় অনেক ধরনের সমস্যা তৈরি হতে পারে, তবে গত কয়েক দশক ধরে ব্যর্থতার ঘটনাগুলোর মধ্যে আশ্চর্যজনকভাবে অনেকগুলো জায়গায় মিল রয়েছে। তবে যখন সমস্যা দেখা দেয় তখন রকেট লঞ্চ খবরের সবচেয়ে বড় শিরোনামে পরিণত হয়। স্টারশিপ ওয়ান ছিল বাণিজ্যিক মহাকাশ সংস্থা স্পেসএক্সের এখন পর্যন্ত সবচেয়ে

রোমা বোস
প্রাবন্ধিক

বড় রকেট উৎক্ষেপণ। বিশাল সুপার হেভি রকেটের ওপর বসানো স্টারশিপ মহাকাশযানের একটি পরীক্ষামূলক মডেলের প্রথম উৎক্ষেপণ নিয়ে বিশ্বব্যাপী আশাবাদ তৈরি হয়েছিল।

চলতি বছরের ২০শে এপ্রিল টেক্সাসের বোকা চিকার লঞ্চ প্যাড থেকে ধোঁয়া এবং ধুলোর বিশাল মেঘ উড়িয়ে যখন রকেটটি আকাশে উড়লো, তখন মহাকাশ অনুসন্ধানের একটি নতুন যুগের সূচনা হলো।

কিন্তু সেটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না।

স্টারশিপের প্রথম উৎক্ষেপণে রকেটটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে নিয়ন্ত্রিত পুনঃপ্রবেশ এবং মেক্সিকো উপসাগরের উষ্ণ জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করার কথা ছিল।

কিন্তু লঞ্চ করার সময় সুপার হেভি বুস্টারের ৩৩টি ইঞ্জিনের মধ্যে তিনটি চালু হয়নি, এবং আকাশে উড়ে যাওয়ার সময় আরও কয়েকটি ইঞ্জিন বিকল হয়ে পড়ে।

প্রাথমিক লঞ্চের প্রায় চার মিনিট পর রকেটটি পাগলের মতো গড়াতে শুরু করে এবং তখন উপসাগরের ওপরে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সেটিকে ধ্বংস করা হয়।

স্টারশিপ ওয়ানের উদ্বোধনী ফ্লাইটের ব্যর্থতা ছিল মহাকাশ জয়ের জন্য একবিংশ শতাব্দীর নতুন প্রতিযোগিতায় খুবই বড় ধরনের দুর্ঘটনা।

স্পেসএক্স বলছে, এই ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে পরবর্তী রকেট উৎক্ষেপণের জন্য অনেক শিক্ষা অর্জন করা গেছে।

ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বোকা চিকা লঞ্চ সাইটটি কয়েক সপ্তাহ ধরে পরিষ্কার করার পর আবার নতুনে করে রকেট লঞ্চ করা হবে।

স্পেসএক্স মনে করে, ঐ দুর্ঘটনা কোন ধরনের ব্যর্থতা নয়। তারা বলছে, এই ঘটনা পরবর্তী রকেট লঞ্চের আগে ত্রুটিগুলো কাটিয়ে ওঠার একটি উপায় মাত্র।

কিন্তু রকেট উৎক্ষেপণে ব্যর্থতা - এক্ষেত্রে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে ঘটা ব্যর্থতা - প্রায়ই নিয়মিত সাফল্যের চেয়ে বেশি করে খবরের শিরোনাম হয় এবং সেই খবর সংবাদমাধ্যমে ব্যাপক কভারেজ পায়।

রকেট দুর্ঘটনার সংখ্যা কি আসলেই খুব বেশি?

মানুষ মহাকাশে রকেট পাঠাতে শুরু করেছে ৭৫ বছরেরও বেশি সময় আগে, সেই বিবেচনায় রকেট উৎক্ষেপণের ক্ষেত্রে সাফল্যের সম্ভাবনা আসলে কতটা থাকে?

এসব কাজে কী ধরনের ঝুঁকি থাকতে পারে তা অনুমান করতে পারেন যেসব মানুষ, ডেভিড ওয়েড তাদের একজন। এট্রিয়াম স্পেস ইনস্যুরেন্স কোম্পানিতে তিনি একজন আন্ডাররাইটার। এই সংস্থা বাণিজ্যিক স্পেস লঞ্চের বীমা করিয়ে থাকে।

গত বছর ২০২২ সালে, ১৮৬টি রকেট লঞ্চ হয়, - বলছেন তিনি। এগুলো ২,৫০৯টি স্যাটেলাইট কক্ষপথে নিয়ে যায়, যার বেশিরভাগই ছিল স্টারলিংক, স্পেসএক্সের স্যাটেলাইট ইন্টারনেট যোগাযোগ ব্যবস্থা।

স্পেসএক্স ফ্যালকন ৯-এ একেকবারে ৬০টি পর্যন্ত উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করা হয়, জানালেন মি. ওয়েড, কিন্তু ১৮৬টি লঞ্চের মধ্যে ব্যর্থ হয়েছে মাত্র আটটি।

তার মানে, ব্যর্থতার হার মাত্র ৪ - প্রতি ২৫টি লঞ্চের মধ্যে একটি। কিন্তু মি. ওয়েড বলছেন, ২০২২ সালে এই হিসেবে কিছুটা অসঙ্গতি দেখা দিয়েছিল।

গত বছর রকেট উৎক্ষেপণের সংখ্যা আগের বছরগুলির তুলনায় নতুন রেকর্ড তৈরি করে।

মহাকাশ যানের চলাচল কতটা দ্রুতগতিতে বাড়ছে তার কিছুটা ধারণা দেয়া যাক। ২০২১ সালের তুলনায় ২০২২ সালে রকেট লঞ্চের সংখ্যা ছিল ৪০টি বেশি এবং পাঁচ বছর আগে ২০১৭ সালের তুলনায় সংখ্যাটি ছিল দ্বিগুণ। কিন্তু বেশি সংখ্যায় রকেট উৎক্ষেপণের সাথে সাথে বেড়েছে তার ঝুঁকিও।

আমি বলবো, অন্যান্য সময়ের চেয়ে গত বছর আমরা অনেক বেশি ব্যর্থতার ঘটনা দেখেছি। এর কারণ, আমরা এমন একটি পর্যায়ে যেতে শুরু করছি যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বেশ ক'টি নতুন লঞ্চ ভেহিকেল চালু হচ্ছে, বলছেন তিনি। এবং যে কোন রকেট লঞ্চে প্রথম দিকের ফ্লাইটগুলিতেই সবসময় বেশি সমস্যা থাকে। স্টারশিপ ওয়ান এবং নাসার আর্টেমিস প্রোগ্রাম - যেটি প্রথমবারের মতো ২০২২ সালের নভেম্বর মাসে সফলভাবে চালু হয় - এসব নতুন লঞ্চ ভেহিকেলগুলির মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয়। কিন্তু এরা সমস্যার ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। নতুন নতুন লঞ্চ ভেহিকেল চালুর সাথে আসে আরও বেশি অনিশ্চয়তা, বিশেষ করে প্রথম দিকের কয়েকটি ফ্লাইটের সাথে।

স্পেসএক্সের স্টারশিপ লঞ্চপ্যাড থেকে ঠিকই আকাশ উড়েছে। কিন্তু তার উদ্বোধনী ফ্লাইটটি কয়েক মিনিটের মধ্যে বিস্ফোরিত হয়েছে।

সাধারণত, প্রথম বা দ্বিতীয়বার লঞ্চের সময় আপনি আশা করতে পারেন এদের মধ্যে ব্যর্থতার হার হবে ৩০, বলছেন ডেভিড ওয়েড। এরপর থেকে পরিস্থিতি আরও ভাল হতে শুরু করে। আপনি যখন লঞ্চ ভেহিকেলের ১০তম ফ্লাইটে উঠবেন, তখন দেখবেন ব্যর্থতার হার ৫-এরও কম।

কিছু ফ্লাইট কেন ব্যর্থ হয়, তা সঠিকভাবে চিহ্নিত করা খুব কঠিন, তিনি বলছেন। আপনি দেখবেন প্রথম দুই বা তিনটিতে অনেক প্রচেষ্টা যোগ হয়, প্রচুর পরিমাণে গবেষণা, প্রচুর পরিমাণে মান নিয়ন্ত্রণ যা নিশ্চিত করে যে সবকিছু ঠিক আছে। এবং এরপরও আমরা ব্যর্থতার মুখোমুখি হই। এর কারণ, সাধারণত প্রথম কয়েকটি ফ্লাইটের সময় অনেক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে থাকে।

মহাকাশ শিল্প বিষয়ক বিশ্লেষক ডেভিড টড বলছেন, মানববাহীমানব বহনকারী মিশনের জন্য উৎক্ষেপণের সময় ব্যর্থতার হার (সর্বকাল তুলনায়) বেশ কম, প্রায় ২, এবং কক্ষপথ পরিভ্রমণের ক্ষেত্রে এই ব্যর্থতা মাত্র ১।

ব্যর্থতার এই নিচু হারের কারণ রাশিয়ান সয়ুজ রকেট, যেটি অনেকগুলি মানুষবাহী ফ্লাইটে উড়েছে। এটি বেশ কয়েক দশক ধরে ব্যবহার করা হয়েছে এবং এটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য লঞ্চ ভেহিকেল। এছাড়াও, মানুষবাহী স্পেসফ্লাইটের সময় অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হয়।

আরও উল্লেখ্য যে, মানববাহী মহাকাশযান লঞ্চ এস্কেপ সিস্টেম বহন করে, যা বিপদের সময় ক্রু'র প্রাণ বাঁচাতে পারে - ১৯৭৫ সালে সয়ুজ ১৮-এ ফ্লাইটটি এর একটি উদাহরণ।

গত বছর পুরোটা জুড়ে স্পেসএক্স প্রতি ছয় দিনে একটি করে ফ্যালকন৯ রকেট উৎক্ষেপণ করেছে। এক্ষেত্রে চীনও তার নিজস্ব রেকর্ডও ভেঙেছে। তারা মোট ৬৪টি রকেট উৎক্ষেপণ করেছে যার মধ্যে ব্যর্থ হয়েছে মাত্র দুটি।

এমনকি নিউজিল্যান্ড - মহাকাশ উৎক্ষেপণের ক্ষেত্রে যে দেশের নামই কেউ জানে না - তারাও তাদের একটি নতুন স্পেসপোর্ট থেকে নয়টি রকেট উৎক্ষেপণ করতে সক্ষম হয়েছে।

মহাকাশ বিমার অপেক্ষাকৃত নতুন ব্যবসার ক্ষেত্রে এসব ক্রিয়াকলাপ আকর্ষণীয় সব চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে। এক্ষেত্রে ডেভিড ওয়েড ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সির রকেট আরিয়ান৬ এর উদাহরণ দিচ্ছেন।

যদি আরিয়ান৬ থেকে এখন আমাদের সাথে যোগাযোগ করা হয় এবং বলা হয় যে তৃতীয় ফ্লাইট থেকে রকেটটি স্যাটেলাইট বহন শুরু করবে। তাহলে সেটি বীমা করার সময় আমরা সম্ভবত জিজ্ঞেস করবো, 'রকেটটির প্রথম দুটি ফ্লাইট কি সফল হয়েছে?' এবং সেটাকে আমরা শর্ত হিসেবে দেব। যদি দুটির মধ্যে একটি ফ্লাইট ব্যর্থ হয়, তাহলে আর বিমার অর্থ আমাদের শোধ করতে হবে না।

ডেভিড ওয়েড বলছেন, উন্নত কম্পিউটার মডেলিং এবং রকেটকে কক্ষপথে আনার ক্ষেত্রে গত কয়েক দশকের অভিজ্ঞতার অর্থ, কী আশা করা উচিত - সে সম্পর্কে ডিজাইনারদের মনে আরও ভাল ধারণা তৈরি হয়েছে। কিন্তু প্রতিটি নতুন লঞ্চ সিস্টেম অজানা সব সমস্যা নিয়ে সামনে দাঁড়ায় এবং প্রথম লঞ্চ পর্যন্ত রকেটটি আসলে কীভাবে আচরণ করবে তা শুধু অনুমান করা চলে।

গরম, উচ্চচাপের গ্যাস আপনার হাতে, দ্রুত পরিবর্তনশীল এক পরিবেশ। যদি কোন সমস্যা শুরু হয়, তাহলে সেটা ঠেকানোর জন্য আপনি কিন্তু খুব বেশি কিছু করতে পারবেন না, উল্লেখ করছেন মি. ওয়েড।

এমন কিছু ব্যক্তি আছেন যারা গত আট দশকে মহাকাশ উৎক্ষেপণ সংখ্যার সব হিসেব টুকে রাখছেন এবং তারাও ব্যর্থতার কারণ সম্পর্কে একটি ধারণা দিতে পারেন। প্রতি সপ্তাহে নতুন নতুন রকেট লঞ্চের সব উপাত্ত সেরাডাটা নামে একটি প্রতিষ্ঠানের ডেটাবেজে ঢোকানো হয়, যা পরে ডেভিড ওয়েডের মতো বিমা কোম্পানিগুলোর গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়।

ব্যর্থতার প্রশ্নে সেরাডাটা যেসব বিষয় বিবেচনা করে তা হলো, রকেটের পে-লোডের কাঙ্ক্ষিত কক্ষপথে না পৌঁছানো, কিংবা উৎক্ষেপণের সময় এর কোন উল্লেখযোগ্য ক্ষয়ক্ষতি যার কারণে এটি কক্ষপথ পর্যন্ত পৌঁছুতে ব্যর্থ হয়।

মহাকাশ দৌড়ের গোড়ার দিকে সেই ১৯৫০ সালের উৎক্ষেপণগুলির দিকে ফিরে তাকালে দেখা যায়, সে সময় ব্যর্থতার হার ছিল আশ্চর্যজনকভাবে ভিন্ন - ৭০ এরও বেশি।

এই সংখ্যা কমতে শুরু করে ১৯৬০-এর দশকের শুরুতে। এবং তখন থেকে ব্যর্থতার হার একই রকম রয়েছে - প্রায় ৭ (যদি উপগ্রহসম্পর্কিত উৎক্ষেপণগুলির ব্যর্থতা হিসেবের মধ্যে আওতায় আনা হয়, তাহলে সেটা ৯।)

শুরুর দিকে আপনি সবসময়ই বড় ব্যর্থতার সম্মুখীন হবেন - বলছেন মহাকাশ শিল্প বিশ্লেষক ডেভিড টড। এবং শুধু মাত্র এরপরই পশ্চিমা দেশগুলোর রকেট লঞ্চ ভেহিকেলগুলো, আমাদের ভাষায়, নির্বাণ প্রাপ্ত হয়।

তবে, রাশিয়ার মতো দেশগুলির তৈরি রকেটের ক্ষেত্রে একই কথা বলা যায় না। প্রোটন লঞ্চ সিস্টেম, যেটি স্পেস শাটলের অবসর গ্রহণ ও স্পেসএক্সের ড্রাগন মহাকাশযান উৎক্ষেপণের মধ্যবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রের জন্য সয়ুজ রকেট মডিউল ব্যবহার করেছিল, সেটি এই প্রবণতাকে কিছুটা বাধাগ্রস্ত করেছে।

প্রোটন লঞ্চ ভেহিকেল, যা ১৯৬৫ সাল থেকে মহাকাশে উড়েছে, তার রেকর্ড ছিল হতবাক করার মতো, বলছেন ডেভিড ওয়েড।

প্রোটনের সাফল্যের হারকে তিনি ইউরোপীয় আরিয়ান৪ এবং আমেরিকান ডেল্টা২ রকেটের সাথে তুলনা করেন, যেগুলো পরপর ১০০টিরও বেশি সফল উৎক্ষেপণ করেছে। প্রোটনের ক্ষেত্রে আপনি যা দেখবেন তা হলো, প্রতি ১০ থেকে ২৫টি ফ্লাইটে একটি করে ব্যর্থতার ঘটনা ঘটতো। আমার মনে হয় রাশিয়ায় ১৯৬০-এর দশকে মহাকাশ প্রতিযোগিতার কারণে এই শিল্পে প্রচুর লোক এসেছিল। সেরা ও মেধাবী ব্যক্তিরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা স্নাতকরা যোগদান করেছিলেন।

ডেভিড ওয়েড বলছেন, মহাকাশ প্রতিযোগিতার সমাপ্তি এবং সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন রুশ মহাকাশ শিল্পকে ব্যাপকভাবে খর্ব করেছে, এই শিল্পে অর্থের প্রবল সঙ্কট রয়েছে।

তাই, নতুন রকেটের প্রথমবার লঞ্চের প্রসঙ্গ উঠলে স্টারশিপ ওয়ানের ব্যর্থতাকে এখন আর অসম্ভব ঘটনা বলে মনে হয় না। এমনকি, রকেট যুগ শুরু হওয়ার আট দশক পরও একটি নতুন রকেট সিরিজের প্রথম উৎক্ষেপণের সময় ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা প্রতি দুটির মধ্যে একটি, মনে করিয়ে দিলেন মি. টড। এবং দ্রুত বিকাশমান মহাকাশ শিল্প একের পর এক নতুন রকেট তৈরি করে চলছে। এর একটি সমস্যা হল অগ্রগতি, বলেছেন তিনি, নতুন রকেট নির্মাণ শুরু হয়, এগুলোকে ধীরে ধীরে উন্নত করা হয়, শেষ পর্যন্ত সেগুলি সত্যিই ভাল কাজ করতে শুরু করে। কিন্তু ঠিক তখনই রকেট ডিজাইনারদের আরও ভাল রকেট তৈরি করতে বলা হয় এবং তারা আবার নতুন করে কাজ শুরু করেন।

অবশ্য ডেভিড ওয়েড রকেট লঞ্চের উপাত্তের মধ্যে লুকোনো আরেকটি ইন্টারেস্টিং প্যাটার্ন আবিষ্কার করেছেন, ষষ্ঠবার লঞ্চে ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা হঠাৎ বেড়ে যায়। আমরা সাধারণত দেখি প্রথম ১০টি ফ্লাইটের মধ্যে দুটি ব্যর্থ হয়, এবং প্রথম ও দ্বিতীয়টির ব্যর্থতার হার সাধারণত ৩০ এর মতো। এবং তারপর এটি সুন্দরভাবে কমে আসে। ষষ্ঠ ফ্লাইটটি ব্যর্থ হওয়ার একটি বিশেষ প্রবণতা রয়েছে। এবং কেন সেটা ঘটে তা সঠিকভাবে জানা কঠিন। হয়তো সেই পর্যায়ে নির্মাণকাজ দৈনন্দিন বিষয়ে পরিণত হয়। হয়তো মান নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি বজায় থাকে না।

সাময়িকী

২২মে রাজা রামমোহন রায়ের জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ

নব জাগরণের পথিকৃৎ রাজা রাম মোহন রায়

রাজা রাম মোহন রায় কে আধুনিক ভারতের জনক ও পূর্ণ জাগরণের অগ্রদুত বলা হয়।এই মহামানবের জন্ম পশ্চিম বঙ্গের হুগলী জেলার অন্তর্গত রাধানগরের খানাকুলে ১৭৭২ সালের ২২ মে তে হয়েছিলো এক ব্রাহ্মণ পরিবারে।তার বাবার নাম ছিলো রমা কান্ত রায় ও মায়ের নাম ছিলো তারিণী দেবী।তিনি খুবই মেধাবী ছাত্র ছিলেন।তিনি ইংরেজি, হিন্দি, বাংলা, সংস্কৃত, ইউনানী, হিব্রু ও লেটিন ভাষার পণ্ডিত মানুষ ছিলেন।তিনি ছাত্র

সুনীল কুমার দে
কলামিস্ট

জীবনেই বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি হিন্দু শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন।তিনি তিন বার বিয়ে করে ছিলেন অবশ্য অকালে স্ত্রীদের মরে যাওয়ার কারণে।তার তৃতীয় পত্নীর নাম ছিলো উমা দেবী।তিনি ইংরেজ সরকারের রাজস্ব বিভাগে চাকুরী করতেন।তখনকার সমাজে খুবই অন্ধবিশ্বাস,কুসংস্কার ও কুপ্রথা ছিলো।তিনি ১৮১২ সালে সমাজ সুধারের কাজে নেমে পড়েন।সমাজের কাজ করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত তাকে চাকুরী ছাড়তে হয়েছিলো।তিনি মূর্তি পূজা,বহু বিবাহ প্রথা,বাল্য বিবাহ প্রথা ও সতী দাহ প্রথার ঘোর বিরোধী ছিলেন।তখনকার দিনে সতী দাহ প্রথা সবথেকে জঘন্য কুপ্রথা ছিলো।কোনো বিবাহিত নারীর স্বামী মারা গেলে তাকে জোর করে স্বামীর চিতার আগুনে পুড়িয়ে মারা হতো আর তাকে বলা হতো সতী।রাম মোহনের বৌদি কে যেদিন জোর করে সতী করে চিতায় পুড়িয়ে মারা হলো সেদিন রাম মোহনের প্রাণ কেঁদে উঠেছিলো।সেদিন তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন এই কুপ্রথা কে দূর না করে বিশ্রাম নিবেন না।তিনি প্রথমে বেদ, উপনিষদ ও বিভিন্ন হিন্দু শাস্ত্র ঘেঁটে দেখলেন কোথাও সতী দাহের কথা উল্লেখ নেই।তারপর তিনি এই কুপ্রথা কে দূর করার জন্য ব্যাপক অভিযান চালালেন ও শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকারের সহযোগিতায় সমাজ থেকে সতী দাহ প্রথা কে দূর করলেন।তিনি নিরাকার পরম ব্রহ্মে বিশ্বাসী ছিলেন।তিনি বেদান্ত সূত্র উপনিষদের বাংলায় অনুবাদ করেন।তিনি বর্ণ ব্যবস্থার বিরোধে বজ সুচি নামক পুস্তক রচনা করেন।তিনি ঈশাই মিশনারী দ্বারা ধর্মান্তরনের ও বিরোধী ছিলেন।তিনি ১৮২৮সালে তার কিছু বন্ধুদের নিয়ে ব্রহ্ম সভার গঠন করেন পরে তা ব্রহ্ম সমাজে রূপান্তরিত করেন রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের বাবা মহর্ষি দেবন্দ্র নাথ ঠাকুর।রাজা রাম মোহন রায় সমাজ সুধারের অনেক কাজ করেছেন কিন্তু সতী দাহ প্রথা দূর করে তিনি পরিচিতি লাভ করেন ও নব জাগরণের পথিকৃৎ বলে মর্যাদা পান।এই মহামানব ১৮৩৩ সালের ২২ শে সেপ্টেম্বর দেহ ত্যাগ করেন।কিন্তু তিনি আজও আমাদের সবার কাছে মহান সমাজ সুধারক রুপে অমর হয়ে বেচে আছেন ও থাকবেন চিরকাল।আজ তার শুভ জন্মদিনে তার চরণে আমি ভক্তি পূর্ণ প্রণাম জানাই।

জানা অজানা

বিক্রি হল গুগল সিইওর ভারতের পৈত্রিক বাড়ী আবেগপ্রবণ তাঁর বাবা

বিক্রি হয়ে গেল গুগলের সিইও সুন্দর পিচাইয়ের ভারতের পৈত্রিক বাড়িটি। ভারতের দক্ষিণের রাজ্য চেন্নাইতে পিচাই-পরিবারের বাড়িটি কিনে নিয়েছেন তামিল অভিনেতা এবং প্রযোজক সি মণিকন্দন। তিনি জানিয়েছেন, বাড়িটি হস্তান্তরের সময় কয়েক মুহূর্তের জন্য আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন গুগল সিইওর বাবা। কেঁদে ফেলেছিলেন তিনি। অভিনেতা এবং প্রযোজকের পাশাপাশি মণিকন্দন একজন রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারও। অন্তত ৩০০টি বাড়ি তৈরি করে বিক্রি করছেন তিনি। দীর্ঘদিন ধরেই একটি পুরনো বাড়ি কিনবেন বলে খোঁজখবর করছিলেন তিনি। অশোকনগর এলাকায় যখন তিনি ওই বাড়িটি বিক্রি আছে বলে জানতে পারেন, যেখানে সুন্দর পিচাই জন্মেছেন এবং বড় হয়েছেন, তখন আর দেরি করেননি মণিকন্দন। সঙ্গে সঙ্গেই যোগাযোগ করেন সুন্দর পিচাইয়ের বাবামার সঙ্গে। মণিকরণ সুন্দরের বাবামার আতিথেয়তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, সুন্দর পিচাই আমাদের দেশকে গর্বিত করেছেন। যে বাড়িতে একসময় তিনি থাকতেন সেই বাড়ি কিনতে পারা আমার কাছেও অন্যতম বড় সাফল্য। প্রথমবার যখন ওঁদের বাড়িতে যাই, তখন সুন্দরের মা নিজে আমার জন্য ফিল্টার কফি বানিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। এবং প্রথম দেখাতেই ওঁর বাবা সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। আমি ওঁদের আতিথেয়তা এবং অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ। তিনি আরও জানিয়েছেন, রেজিস্ট্রি অফিসে সুন্দরের বাবা দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে ছিলেন। শুধু তাই নয়, কাগজপত্র হস্তান্তরের আগে যাবতীয় কর মিটিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। তবে যেহেতু এটিই ছিল তাঁর প্রথম বাড়ি, তাই সেটি হস্তান্তরের আগে ভেঙে পড়েছিলেন সুন্দরের বাবা। কয়েক মুহূর্তের জন্য কেঁদে ফেলেছিলেন গুগল-কর্তার বাবা, জানিয়েছেন মণিকন্দন। প্রসঙ্গত, সুন্দর পিচাইয়ের জন্ম চেন্নাইতে। তাঁর শৈশবও কেটেছে সেখানেই। ১৯৮৯ সালে মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য খড়গপুর আইআইটিতে ভর্তি হন তিনি। তারপর চাকরি, এবং আকাশছোঁয়া সাফল্য। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের বাসিন্দা সুন্দর। শেষবার গত বছর ডিসেম্বর মাসে চেন্নাইতে পৈত্রিক বাড়িতে এসেছিলেন গুগল সিইও। সেই সময় বাড়ি নিরাপত্তারক্ষীদের নগদ টাকা এবং বেশ কিছু জিনিসপত্র দিতে দেখা গিয়েছিল সুন্দরকে। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাবা মা এবং পরিবারের বাকিদের সঙ্গে ছবিও তুলতে দেখা গিয়েছিল পিচাইকে।

পাঠকের চিঠি

রাজা রামমোহন রায়ের বহু প্রচেষ্টায় বন্ধ হয়েছিল সতীদাহর কুপ্রথা

বাইশে মে একটি স্মরণীয় দিন। কারণ ওই দিন জন্মগ্রহণ করেছিলেন ভারত পথিক ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ রাজা রামমোহন রায়। রাজা রামমোহন রায়ের বহু প্রচেষ্টায় বন্ধ হয়েছিল সতীদাহর কুপ্রথা। ভারতে তখন ব্রিটিশ শাসন চলছে। দেশ কুসংস্কারচ্ছন্ন। একশ্রেণীর ব্রাহ্মণদের নানারকম বিধিনিষেধ কুসংস্কারচ্ছন্ন দেশ ভরে গিয়েছে। ভারতে আকাশে তখন অন্ধকারে ঘনঘটা। এই অন্ধকার ভেদ করে নবজাগরণের সূচনা করলেন রাজা রামমোহন রায়। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় সতীদাহ প্রথা নিবারণ অত সহজ কাজ ছিল না। সারা ভারত তথা বাংলা জুড়ে চলছে তখন সতীদাহ। আরো নানারকম সামাজিক কুসংস্কার। রাজা রামমোহন রায়ের সামনে যখন সতীদাহ দেওয়া হল তখন তিনি মনেপ্রাণে প্রতিজ্ঞা করলেন যেনতেন প্রকারে এই কুসংস্কার বন্ধ করতে হবে। হিন্দুধর্মের বহু ধর্ম গ্রন্থ দেখতে শুরু করলেন। হিন্দু ধর্মগ্রন্থ বহু ঘাটাঘাটি করে কোথাও সতীদাহ প্রথার বিবরণ পেলেন না। তখন থেকেই তিনি আংদোলন শুরু করলেন সতীদাহ প্রথা নিবারণ করার জন্য এবং ভারতের বড়লাট এর কাছে দরবার করলেন এই(সতীদাহ)কুপ্রথা চিরদিনের জন্য বন্ধ করার জন্য। বিভিন্ন হিন্দু ধর্মের শাস্ত্র(বই) ভারতের বড়লাটকে দেখালেন

কোথাও সতীদাহর কথা উল্লেখ নেই। ভারতের বড়লাট সমস্ত হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ দেখলেন কোথাও সতীদাহ প্রথার উল্লেখ নেই। তখন তিনি আইন প্রণয়ন করে চিরদিনের জন্য ভারতের সতীদাহ প্রথা বন্ধ করলেন।

জগন্নাথ দত্ত, সিউড়ি, রবীন্দ্র পল্লী, বীরভূম

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরোঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক : আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন : ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফ্যাক্স : ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

ভগবানের নাম গানেই শান্তি পাওয়া যায় ঃ কমল কান্তি ঘোষ

চালিয়ামা গ্রামে মাতাজী আশ্রমের সৎসঙ্গ আয়োজিত

জামশেদপুর ঃ বিগত ২০ শে মে ২০২৩ সন্ধ্যা ৬.৩০ টায় চালিয়ামার হরিমন্দির প্রাঙ্গনে মাতাজী আশ্রম হাতার সৎসঙ্গ আয়োজিত হলো যা আয়োজন করলেন ভক্ত তপন মণ্ডল।সন্ধ্যা ৬.৩০ টায় ঠাকুর,মা ও স্বামীজীর বিশেষ পূজা ও সন্ধ্যা আরতি হলো।তারপর শঙ্কর চন্দ্র গোপ উপস্থিত সকল ভক্তদের স্বাগত জানিয়ে সৎসঙ্গের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মন্তব্য রাখেন।সুনীল কুমার দে বলেন,,আমাদের শরীরের থেকে মনে বেশি ময়লা জমে আছে।সেই ময়লা দূর করতে হলে হরিনাম ও সৎসঙ্গ করতে হবে।ভক্ত শিল্পী কমল কান্তি ঘোষ রামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ করেন ও বলেন,,ভগবানের নাম ও গান করলে শান্তি পাওয়া যায়।আমরা আজ সবাই অশান্তি ভোগ করছি।এই সৎসঙ্গে এলে ভগবানের নাম করতে ইচ্ছে করে ও মন সুন্দর হয়।বীথিকা মণ্ডল সারদা মায়ের কথা ও সুধাংশু মিশ্র স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী পাঠ করে শোনান।তারপর ভক্তি গীতি পরিবেশিত হয়।ভক্তি গীতি পরিবেশন করেন সুনীল কুমার দে,বাদল মামা,ভাস্কর দে,প্রবীর দাস,পতিত পাবন দাস,সহদেব মণ্ডল,তড়িৎ মণ্ডল,বীথিকা মণ্ডল,মৌ সারদা,পুনম মণ্ডল,সিদ্ধার্থ মণ্ডল,মনীলিসা মণ্ডল,মনিরাজ সোরেন,জসাই মাঝি,মতিলাল ভকত,সাবিত্রী গোপ,রিনা মণ্ডল,রিতা মণ্ডল প্রমুখ।সবশেষে হরিনাম সংকীর্তন ও হরিলুট হয়।কার্য্যক্রমের শেষে সবাই কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন তপন মণ্ডল ও অনুষ্ঠানটির সঞ্চালন করেন সুনীল কুমার

দে।সৎসঙ্গে ভক্তের ভিড় উপচে পড়ে।অনুষ্ঠানের শেষে সবাই কে বসিয়ে প্রসাদ খাওয়ানো হয়।এই উপলক্ষে মোহিতোষ মণ্ডল,স্বপন মণ্ডল,তরুণ দে,যমুনা মণ্ডল,জগদানন্দ মণ্ডল,ব্রহ্ম পদ মরল, নারায়ণ চ্যাটার্জি,সুজতা মরল,বন্দনা মরল,অঞ্জলি মণ্ডল,সুবোধ মণ্ডল,ছবি রানী মণ্ডল,ডাক্তার অনুপ মণ্ডল,নীতিশ মণ্ডল,কৃষ্ণ পদ মণ্ডল,অমল বিশ্বাস,বলরাম গোপ,প্রশান্ত মণ্ডল,পাপ্পু মণ্ডল,সনাতন মহতো,দিলীপ মহতো,ঝর্ণা সাহু ছাড়াও গ্রামের বহু ভক্ত ও মহিলারা উপস্থিত ছিলেন।

লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসেবে বৃহৎ লক্ষ্য নির্ধারণ রাজ্য বিজেপির, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রমুখ নেতাদের উপস্থিতিতে ১৪ টি লোকসভা কেন্দ্রে ১৪ টি জনসভা আয়োজন, ৬০ হাজার অরাজনৈতিক ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সিদ্ধান্ত

বিজেপির ভোটারের সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্ব মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ মিশন ২০২৪। যে সময় বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো মিত্রতা কিংবা নিজেদের মধ্যে নানা সমস্যায় জর্জরিত সেই সময় আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের জন্য বৃহৎ লক্ষ্য নির্ধারণ করে সেই পথে নেমে পড়েছে রাজ্য বিজেপি। নরেন্দ্র মোদি সরকারের নবম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আযোজিত ৩০ মে থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত এক মাস ব্যাপী মহা জন সম্পর্ক অভিযানের সময় প্রত্যেক লোকসভা কেন্দ্রের ১০০০ জন করে অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের বাড়িতে গিয়ে সাক্ষাৎ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া সম্প্রতি রাজ্য সরকারের চাকরির লাভ করা প্রায় ৪৫ হাজার যুবক যুবতী, ১১ হাজারের অধিক বিহু নর্তকী এবং ঢোল বাদকদের সম্বর্ধনা জানাবে রাজ্য বিজেপি। এরপর ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি ব্যাপকভাবে শুরু করবে বিজেপির অসম রাজ্য কমিটি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সহ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ প্রমুখ নেতাদের উপস্থিতিতে রাজ্যের ১৪ টি লোকসভা কেন্দ্রে ১৪ টি জনসভার আযোজন করা হবে। সম্পর্কের মাধ্যমে সমর্থন আদায়। এই মূল মন্ত্র দিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা গুয়াহাটি মহানগরের পাঞ্জাবাড়ি স্থিত শ্রীমন্ত শংকরদের কলাক্ষেত্রে শনিবার বিজেপির রাজ্য কমিটির কার্য নির্বাহ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন মহা জন সম্পর্ক অভিযানের অধীনে প্রত্যেক লোকসভা সমষ্টির ১ হাজার অরাজনৈতিক ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টি করার প্রয়াস করতে হবে। যারা বিজেপির সমর্থক তাদের সঙ্গে নতুন করে সম্পর্ক সৃষ্টি করে সফলতা পাওয়া যাবে না। কারণ তারা প্রত্যেকেই বিজেপিতে রয়েছেন এবং থাকবেন। কিন্তু

যারা মাঝামাঝি ভাবে দলের সঙ্গে রয়েছেন কিংবা যারা বিজেপির সমালোচক তাদের সঙ্গে বাড়িতে গিয়ে সাক্ষাৎ করে সম্পর্কের সৃষ্টি করার প্রযোজনীতা রয়েছে। তিনি বলেন এই জুন মাসের মধ্যে দল ১৪ হাজার ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্য দিয়েছে। কিন্তু রাজ্য সরকারের চাকরির লাভ করা প্রায় ৪৫ হাজার যুবক যুবতী, ১১ হাজারের অধিক বিহু নর্তকী এবং ঢোল বাদকদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব হলে জুন মাসের মধ্যেই আলাদাভাবে ৫৫ হাজার ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারবে বিজেপি। ফলে এক মাসে মোট ৬০ হাজার ব্যক্তির সঙ্গে এই সম্পর্ক গড়ে তোলা যাবে বলে মনে করছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন প্রত্যেক লোকসভা কেন্দ্র থেকে ১০০ ছবি সামাজিক মাধ্যমে আপলোড করতে হবে। তবে ১০০ এর থেকে বেশি ফটো আপলোড করলেও আপত্তি নেই। তিনি জানান সারা দেশজুড়ে ৫১ পি জনসভা আযোজন করা হবে। সেই জনসভা গুলোতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সহ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ প্রমুখ নেতাদের উপস্থিতি থাকবেন। ফলে এই নেতাদের মধ্যে কে কে অসমে আসছেন সেটা এখনই বলা যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগেই অসমে ১৫০ টি মন্ডল কার্যালয়ে নির্মাণ সম্পন্ন হবে। দলের কার্যকর্তাদের সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখের সম ভাগী হওয়ার আহ্বান জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন শাসক দলের নয় বরং বিজেপির মনোভাবের মাধ্যমে কাজ করে যেতে হবে। আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। সেদিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে ৪৫ হাজার যুবকযুবতীদের নিযোগে পত্র বিতরণ করা হবে বলে জানান তিনি। তিনি বলেন কংগ্রেস বারংবার পরাজিত হওয়ার পর কর্নাটকের বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে আনন্দ উল্লাস করা স্বাভাবিক। তবে কর্নাটকের নির্বাচনে বিজেপি পরাস্ত হলেও ভোটের শেয়ার কমেনি। তবে লোকসভা নির্বাচনে এই ভোট শেয়ার বৃদ্ধি পায়। তিনি বলেন নরেন্দ্র মোদীর জনপ্রিয়তার জন্য লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি অপ্রতিরোধ্য হিসেবে থেকে যায়। কিন্তু অসমের বিধানসভা নির্বাচন পঞ্চায়েত নির্বাচন ইত্যাদির ক্ষেত্রে রাজ্যের সরকারের কাজকর্মের উপরে ভিত্তি করে এগোতে হবে। যারা বিজেপিকে ভোট দেন তারা বিজেপিতে থেকে যান। হলে ক্ষেত্রে অসুবিধা নেই। এবার ভোটের শেয়ার বৃদ্ধি করার প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার কথা উল্লেখ করলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন নতুন ভোট আনার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। দলেরা একাংশ বিধায়কদের প্রশংসা করার বিপরীতে একাংশের সমালোচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, কয়েকজন বিধায়ক আছেন যাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখলে বোঝা যায় তাদের এন্টিইনকাম্পেনসি আসবে। অথচ একাংশ বিধায়কদের দেখলে মনে হবে পরবর্তী নির্বাচনে তারা আরো বেশি ভোটে জয়লাভ করবেন। এক্ষেত্রে সাবধান হওয়ার সময় চলে এসেছে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বিজেপির রাজ্য কমিটির কার্য নির্বাহ বৈঠক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল, রাজ্য বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতা, দলীয় মুখপাত্র সম্বিত পাত্রা নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরেন। তাছাড়া দলের উপসভাপতি ডাঃ রাজদীপ রায়, অসমের প্রভারী বৈজয়ন্ত জয় পান্ডা, রাজ্য সংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক ফনিন্দ্রনাথ শর্মা, সাধারণ সম্পাদক পুলক গোহাই প্রমুখ নিজেদের মতামত ব্যাখ্যা করেছেন এদিনের বৈঠকে রাজ্যের প্রতি জন মন্ত্রী বিধায়ক এবং দলের শীর্ষ নেতারা অংশগ্রহণ করেছেন। এই কার্য নির্বাহ বৈঠকে মূলত আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি সম্পর্কে আলোচনা এবং এক্ষেত্রে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য শ্রীমন্ত শংকরদের কলাক্ষেত্রে এদিন সকাল প্রতিনিধিদের রেজিস্ট্রেশনের পর সকাল ন'টা নাগাদ বিজেপির অসম প্রদেশের সভাপতি ভবেশ কলিতা পতাকা উত্তোলন করে কার্য নির্বাহ বৈঠকের কার্যসূচির শুভারম্ভ করেছেন।

জোনমণি রাভার মৃত্যুর তদন্তের দায়িত্ব সিবিআইকে, নগাঁও এবং লক্ষিমপুর জেলার পুলিশ সুপারদের তৎকালীন ভাবে বদলি

আগে বিষয়টি জানানো হলে অই পরিস্থিতি এড়ানো যেত বলে মন্তব্য ডিজিপি জিপি সিংহের

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ অবশেষে সিবিআই তদন্তের সিদ্ধান্ত। প্রথমে সিআইডি তদন্ত এবং এবার জোনমণি রাভার মৃত্যুর তদন্তের দায়িত্ব সিবিআইকে হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। স্বয়ং ডিজিপি জিপি সিংহের প্রস্তাব অনুসারে সরকার এই মৃত্যুর রহস্য উদঘাটনের জন্য তদন্তের দায়িত্ব সিবিআইকে অর্পণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একই সঙ্গে নগাঁও জেলার পুলিশ সুপার লীনা দঁলে এবং লক্ষিমপুর জেলার পুলিশ সুপার বেদান্ত মাধব রাজখোয়াকে তৎকালীন ভাবে বদলি করেছে রাজ্যের গৃহ বিভাগ। লীনা দঁলেকে হাইলাকান্দি জেলার পুলিশ সুপারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বেদান্ত মাধব রাজখোয়াকে ক্রীড়া বিভাগের এআইজি হিসাবে নিযুক্তি দিয়েছে সরকার। তাছাড়া নগাঁও জেলার পুলিশ সুপারের দায়িত্ব পেয়েছেন নবনীত মহন্ত এবং লক্ষিমপুর জেলার পুলিশ সুপারের দায়িত্বে এসেছেন অতি জনপ্রিয় আইপিএস অফিসার আনন্দ মিশ্র।

গত ১৫ মে এবং ১৬ মে মাঝের গভীর রাতে দুর্ঘটনা কিংবা রহস্যজনক কারণে মৃত্যুর ফলে চিরদিনের জন্য ইহলীলা ত্যাগ করেছেন এসআই জোনমণি রাভা। তবে এই রহস্য জনক মৃত্যুর ঘটনার ফলে অসম পুলিশে এক ভূমিকম্প সদৃশ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। সাব ইন্সপেক্টর জোনমণি রাভার মৃত্যুর ক্ষেত্রে রহস্য অধিক ঘনীভূত হওয়ার ফলে ঘটনার তদন্তের দায়িত্ব সিআইডিকে অর্পণ করা হয়েছিল। সিআইডি তদন্তের দায়িত্ব হাতে পেয়ে ব্যাপক তৎপরতার সঙ্গে মৃত্যুর প্রকৃত রহস্য উদঘাটনের কাজে নেমে পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে। কিন্তু ঘটনার পাঁচ দিন কেটে যাবার পরেও এর প্রকৃত রহস্য উদঘাটন করতে সক্ষম হয়নি সিআইডি। প্রতিদিন যেন এই মৃত্যুর রহস্যের পট পরিবর্তন ঘটছে। তারই সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে নতুন নতুন তথ্য। গুয়াহাটি মহানগরের সিআইডি কার্যালয়ে বিভিন্ন ব্যক্তিদের জেরা করার পাশাপাশি নগাঁও এবং লক্ষিমপুর জেলায় পৃথক পৃথক ভাবে জোনমণি রাভার মৃত্যুর তদন্ত অব্যাহত রেখেছে তদন্তকারী সংস্থাটি। একই সঙ্গে জেরা করা হয়েছে দুটি জেলার পুলিশ শীর্ষকর্তাদের।

প্রসঙ্গত সিআইডির জেরার পর নগাঁও এবং লক্ষিমপুর জেলার পাঁচজন পুলিশকর্তাকে অসম পুলিশ মুখ্য কার্যালয়ে রিজার্ভ ক্লোজড করা হয়েছে। মূলত নগাঁও এবং লক্ষিমপুর জেলার জখলাবন্দা থানার দুটি মামলা, নগাঁও সদর থানা এবং উত্তর লক্ষিমপুর সদর থানার একটি করে মামলার পরিপ্রেক্ষিতে পাঁচজন পুলিশকর্তাকে রিজার্ভ ক্লোজড করা হয়েছে। নগাঁও অপরাধ শাখার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রূপজোতি কলিতা, নগাঁও সদর থানার ওসি মনোজ রাজবংশী, উত্তর লক্ষিমপুর সদর থানার ওসি ভাস্কর কলিতা এবং লক্ষিমপুর জেলার নাওবৈসা থানার আইসি সঞ্জীব বরা, হয়বরগাঁও থানার ওসি আভা জ্যোতি রাভার ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া পুলিশ কনস্টেবলের কথোপকথন অডিও ক্লিপ তদন্তের জন্য আইজিপি প্রশান্ত কুমার ভূঁইয়াকে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি সঙ্গে লক্ষিমপুর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রুনা নেওগ এবং হাসিনা বেগমের মধ্যে হওয়া টেলিফোনিক কথোপকথন সংক্রান্তে তদন্ত করবেন। এই দুই বিষয়ে তদন্ত করে দশ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য আইজিপি প্রশান্ত কুমার ভূঁইয়াকে নির্দেশ দিয়েছেন ডিজিপি জিপি সিংহ।

গুয়াহাটি মহানগরের উলুবাড়ি স্থিত অসম পুলিশের মুখ্য কার্যালয়ে শনিবার আযোজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে ডিজিপি জিপি সিংহ বলেন এসআই জোনমণি রাভার মৃত্যু সংক্রান্ত এই বিষয়টি সিবিআই তদন্তের আওতায় আনার জন্য তিনি স্বয়ং রাজ্য সরকারকে প্রস্তাব দিয়েছেন। এর পিছনে দুটি কারণ রয়েছে। এক হলো মহিলা পুলিশ অফিসারের মৃত্যুর পর তার পরিবার বন্ধু বান্ধব সহ সমাজের বিভিন্ন মহল থেকে ঘটনার সিবিআই তদন্তের দাবি উত্থাপন করা হচ্ছিল। দ্বিতীয়তঃ এই ঘটনা যেহেতু একজন অসম পুলিশের মহিলা অফিসারের মৃত্যু হয়েছে ফলে এ ঘটনার এক নিরপক্ষ সংস্থার মাধ্যমে তদন্তের প্রযোজনীয়তা রয়েছে। এর ফলে সম্পূর্ণ ঘটনার সিবিআই তদন্তের প্রস্তাব করা হয়েছে। এবার সিবিআই তদন্ত করে যেটাই পাবে সেটা প্রত্যেককে মানতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।।

ডিজিপি জিপি সিংহ বলেন এই ঘটনা সংক্রান্তে নগাঁও এবং লক্ষিমপুর জেলার পুলিশ সুপাররা মামলা নথিভুক্ত করার পাশাপাশি যাবতীয় ঘটনার শেষে সেদিন মধ্যরাতে তাকে সবিস্তার জানিয়েছিলেন। কিন্তু এই বিষয়টি আগে জানানো হলে বর্তমান পরিস্থিতি এড়ানো যেতে বলে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন তিনি। আসাম পুলিশ কর্তা বলেন ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে বর্তমান জেলা দুটির পাঁচজন পুলিশ অফিসারের রিজার্ভ ক্লোজড করা হয়েছে। তাছাড়াও অন্যান্য অফিসারদেরও প্রযোজন অনুসারে পর্যায়ক্রমে বদলি করা হবে। তিনি জানান লক্ষিমপুর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রুনা নেওগকে ঘটনার আগেই ৯ মে বদলি করা হয়েছে। ফলে তাকে রিজার্ভ ক্লোজড করার প্রযোজন পড়েনি। তাছাড়া কাকতালিয়া হলেও পুরানো আদেশ অনুসারে নগাঁও জেলার ১৪৮ জন পুলিশ কনস্টেবলকে ইতিমধ্যে বদলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

এসআই জোনমণি রাভার রহস্যজনক মৃত্যুর তদন্ত সিবিআই এর হাতে অর্পণ করা প্রস্তাব দেওয়া হলেও তদন্তকারী সংস্থাটি কাজ শুরু না করা পর্যন্ত সিআইডি নিজেদের তদন্ত অব্যাহত রাখবে বলে জানালেন ডিজিপি জিপি সিংহ। সেই হিসেবে শনিবার সিআইডি নিজেদের তদন্ত অব্যাহত রেখেছে। গতকাল একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী প্রণব দাস এবং কন্টেনার ট্রাকের চালক সুমিত কুমারকে সঙ্গে নিয়ে এসে আইজি পর্যায়ের অফিসারের নেতৃত্বে সিআইডির একটি দল ঘটনাস্থল জখলাবন্দা সরুভগীয়ায় উপস্থিত হয়ে দুর্ঘটনা রাতের পরিস্থিতি পুনর সৃষ্টি করার প্রয়াস করার পাশাপাশি মিটার দড়ি নিয়ে সম্পূর্ণ স্থানের নকশা তৈরি করা ছাড়া জোক মাপ করেছিল। তাছাড়া সিআইডি হয়বরগাঁও থানার ওসি আভা জ্যোতি রাভা, নগাঁও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার মনোজ রাজবংশী, অপরাধ শাখার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রূপজোতি কলিতাকে জেরা করেছিল। তাছাড়া সামাজিক মাধ্যমে যেই পুলিশের বিস্ফোরক অডিও কিংবা কথোপকথন ভাইরাল হয়ে গেছিল সেই থানার গাড়ির চালক হিসেবে কর্মরত কনস্টেবল অনিল ভূঁইয়াকেও জেরা করেছে সিআইডি। এই ধারা অব্যাহত রেখে শুক্রবার ধিং খানার ওসি রাজা ইচ্ছাদ এবং প্রত্যক্ষদর্শী প্রণব দাসকে ফের একবার সিআইডি জেরা করেছে। উল্লেখ্য জোনমণি রাভার মাতৃ তার ফোনের তথ্য নষ্ট করার ক্ষেত্রে রাজা ইচ্ছাদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন।

সুদান পরিষদ থেকে আরএসএফকে বহিষ্কার করেছেন সেনাপ্রধান খার্তুমে তীব্র বিমান হামলা

খার্তুম ঃ সুদানের রাজধানী খার্তুম ও জমজ শহর বাহরিতে শুক্রবার নতুন করে বিমানহামলা হয়েছে। এদিকে, সেনাবাহিনী ও আধাসামরিক বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ পঞ্চম সপ্তাহে গড়িয়েছে।এর ফলে, আটকে পড়া ও বাস্তুচ্যুত নাগরিকদের মানবিক সংকট গভীরতর হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, সামরিক বাহিনী এবং আধাসামরিক র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্স বা আরএসএফএর মধ্যে ভয়ানক লড়াইয়ে বিপর্যস্ত খার্তুমবাসীর জীবনকে, সশস্ত্র লোকজন ও তাদের সমর্থক বেসামরিক লোকদের ব্যাপক লুটপাট আরো দুর্বিষহ করে তুলেছে।

.এই সংঘাত সুদানের মধ্যে আনুমানিক ৮ লাখ ৪৩ হাজার মানুষকে বাস্তুচ্যুত করেছে এবং প্রায় ২ লাখ ৫০ হাজার মানুষকে প্রতিবেশী দেশগুলোতে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছে। জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা শুক্রবার এ কথা বলেছে। সেনাপ্রধান জেনারেল আবদেল ফাত্তাহ আল বুরহান শুক্রবার ক্ষমতাসীন সার্বভৌম কাউন্সিলে তার ডেপুটি পদ থেকে আরএসএফ প্রধান মোহাম্মদ হামদান দাগালোকে, অপসারণের দীর্ঘ প্রত্যাশিত পদক্ষেপ নেন। দাগালোকে হেমেদতি নামে বেশি পরিচিত।

২০১৯ সাল থেকে তারা এই কাউন্সিল পরিচালনা করেছিলেন। তখন ক্ষমতাধর প্রেসিডেন্ট ওমর আল বাশিরের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হলে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন এই দুই জেনারেল। ২০২১ সালের অভ্যুত্থানের আগে, একটি অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়সীমা ঘনিয়ে আসছিলো। সৌদি শহর জেদ্দায়, সৌদি আরব ও যুক্তরাষ্ট্র আয়োজিত যুদ্ধবিরতি আলোচনায় কোন অগ্রগতি হয়নি।

শুক্রবার সেখানে আরব লীগের বৈঠকে, সুদানের রাষ্ট্রদূত একটি বিবৃতিতে আরএসএফের বিরুদ্ধে লুটপাট, ধর্ষণ এবং বারবার যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের অভিযোগ করেন।

দূত দাফাল্লাহ আল হাজ বলেন আমরা বিশ্বাস করি যে আপনারা সুদানের সেনাবাহিনীর পাশে থাকবেন এবং পুনর্গঠনের পরবর্তী ধাপে আমাদের সঙ্গী হবেন।

আরএসএফ, সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সংঘর্ষ শুরু করার এবং যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের অভিযোগ করেছে। তারা বলেছে, যারা অপরাধ করছে তারা আরএসএফএর চুরি করা উর্দি পরছে।

কয়েক দশক ধরে সংঘাত আক্রান্ত স্বৈরশাসনাধীন সুদানকে গণতন্ত্রের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে সমর্থিত চুক্তির অধীনে, আরএসএফকে সেনাবাহিনীতে একীভূত করার পরিকল্পনা নিয়ে বিরোধের পর ১৫ এপ্রিল সুদানে লড়াই শুরু হয়।

দ্বিতীয় আদেশ অনুযায়ী বুরহান বিদ্রোহী গোষ্ঠীর নেতা মালিক আগারকে তার নতুন ডেপুটি হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। সরকারের সঙ্গে একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর, মালিক ২০২০ সালে সুদান কাউন্সিলে য়োগ দেন।

ঐদিনই পরে আরো কিছু সামরিক কর্মকর্তাকে, যারা পরিষদে দায়িত্ব পালন করেছেন, তাদের পদোন্নতি দেন বুরহান।

শুক্রবার বিমান হামলা শুরু হয় খার্তুমের পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, তারা আরএসএফ ব্যবহৃত বিমানবিধ্বংসী অস্ত্রের শব্দ শুনেছেন। খার্তুম থেকে নীল নদের ওপারে বাহরি এবং শার্গ এল নীল এলাকায় রাতভর এবং শুক্রবার সকালে বিমান হামলা হয়। আহমেদ নামে একজন যুবক বাহরি এলাকার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বলেন, রাস্তায় দেখলাম প্রায় ৩০টি সামরিক ট্রাক বিমান হামলায় ধ্বংস হয়ে গেছে। সর্বত্র মৃতদেহ পড়ে আছে, এর মধ্যে কিছু সেনাবাহিনীর এবং কিছু আরএসএফের। কিছু পঁচতে শুরু করেছে। এটা সত্যিই ভীতিপ্রদ।

কয়েক সপ্তাহ আপেক্ষিক শান্ত থাকার পর, দ্বিতীয় দিনের মতো দক্ষিণ পশ্চিমে, দক্ষিণ দারফুর অঞ্চলের রাজধানী নিয়ালা শহরে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, এই সংঘাতে প্রায় ৭০৫ জন নিহত এবং কমপক্ষে ৫২৮৭ জন আহত হয়েছে।

ম্যানচেস্টার সিটির 'অপ্রতিরোধ্য' হয়ে ওঠার পেছনে তিনটি কারণ

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ গেল ছয় বছরে পাঁচটি ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা জিতেছে ম্যানচেস্টার সিটি। পেপ গার্দিওলার এই দলটি এবার টানা তৃতীয়বারের মতো শিরোপা নিশ্চিত করলো। সবশেষ ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে টানা তিনবার শিরোপা জিতেছিল একই শহরের ক্লাব ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, ২০০৭ থেকে ২০০৯ সালে। সিটি এখন ইউনাইটেডের অন্য একটি রেকর্ডের আরও এক ধাপ কাছাকাছি এগিয়ে গেল। ১৯৯৯ সালে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড প্রথম এবং এখনও পর্যন্ত একমাত্র ইংলিশ ক্লাব হিসেবে ট্রেবল জিতেছিল, এখন সিটির সামনে সেই সুযোগ। ট্রেবল হচ্ছে একই মৌসুমে লিগ শিরোপা, ঘরোয়া কাপ শিরোপা ও মহাদেশীয় শিরোপা জয়ের গৌরব অর্জন করা।

এফ এ কাপের ফাইনালে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড আর চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালে ইন্টার মিলান এই দুটি ম্যাচ জিতলে ম্যানসিটির এই দলটি 'অমরত্ব লাভ করবে' বলছেন ইংল্যান্ডের সাবেক ফুটবলার অ্যালান শিয়েরার। ৩রা জুন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিপক্ষে মুখোমুখি হবে পেপ গার্দিওলার এই 'অপ্রতিরোধ্য' দলটি, এরপর ইস্তানবুলে খেলবে ইন্টার মিলানের বিপক্ষে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনাল।

শনিবার রাতে আর্সেনাল নটিংহ্যাম ফরেস্টের কাছে হেরে যাওয়ার পরই সিটির লিগ জয় নিশ্চিত হয়েছে। দলটির ফুটবলাররা তখন এক সাথে বসে টেলিভিশনে এই ম্যাচ দেখছিল, এবং শেষ বাঁশি বাজার সাথে সাথে তারা উল্লাসে ফেটে পড়েন। ম্যানচেস্টার সিটির ইতিহাসে এটা নবম প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা, যার সাতটিই এসেছে ২০১১-১২ মৌসুমের পর থেকে। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডেরও একই রেকর্ড। ১৯৯৩ সাল থেকে ২০০১ সালের মধ্যে সাতবার শিরোপা জিতেছিল এই ক্লাবটি। লিভারপুল এমন সময় কাটিয়েছিল ১৯৭০ থেকে ১৯৮০ এর মধ্যে।

অ্যালান শিয়েরার বলছেন, সিটি এমন একটা সময় কাটাচ্ছে যা মানুষ অনেক দিন মনে রাখবে। ম্যানসিটির সাবেক গোলকিপার শে গিভেন বিশ্বাস করেন গার্দিওলার এই দলটি ইতিহাসের সেরা দলগুলোর একটি।

তিনি বলেন, অবিশ্বাস্য একটা দল। দেখেন সব জায়গায়, সব পজিশনে একজন নায়ক আছে, রাইটব্যাক হোক আর সেন্টার ব্যাক অথবা মিডফিল্ড। ম্যানসিটির এই দলে কোনও দুর্বলতা দেখছেন না তিনি, কেভিন ডি ব্রুইনা, বার্নার্দো সিলভা, মাহরেজ গোটা মাঠেই আপনি তাদের আধিপত্য দেখতে পাবেন।

এখানে রিকো লুইসের কথা আলাদাভাবে বলতেই হয়, মাত্র ১৮ বছর বয়সী এই ডিফেন্ডার খেলেছেন সর্বত্র। তিনি জার্মানির বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক ফিলিপ লাম ঘরানার ফুটবল খেলেছেন।

গার্দিওলার এই দলটিতে অপ্রত্যাশিতভাবেই সুযোগ পেয়ে নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ করেছেন সদ্য কৈশোর পেরোনো এই ফুটবলার।

এই মৌসুমে ৪৮ ম্যাচ খেলে ৫২ গোল করেছেন এর্লিং হালান্ড। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ৩৩ ম্যাচে করেছেন ৩৬ গোল যা ইতিহাসে সর্বোচ্চ। ম্যানসিটির দুর্দান্ত এই দলটিকে আরও ক্ষুরধার করার পেছনে আছেন তিনিই।

ইংল্যান্ডের সাবেক স্ট্রাইকার অ্যালান শিয়েরার মনে করেন চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালে হালান্ড দারুণ কিছু করে দেখাবেন।

তিনি বলেন, সিটিকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে আসতেই হালান্ডকে কেনা হয়েছিল এবং তিনি ঠিক সেটাই করেছেন।

হালান্ডের হাবভাবের দারুণ ভক্ত শিয়েরার, হালান্ড ক্ষুধার্ত, একটা গোলের জন্য মরিয়া হয়ে থাকেন। নরওয়েজিয়ান হালান্ড সবার নজরে আসেন জার্মান লিগের ক্লাব বরুশিয়া ডর্টমুন্ডে খেলার সময়ে। তবে তার জন্ম ইংল্যান্ডের লিডসে, ২০০০ সালে।

তার বাবা এলফি হালান্ডও এক সময় ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে খেলতেন। আর মা গ্রি ম্যারিটা ব্রট খেলতেন হেপটাথলন।

বরুশিয়া ডর্টমুন্ডে ৬৭ ম্যাচে ৬২ গোল করেছিলেন তিনি। নরওয়ের হয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলে ২৩ ম্যাচে গোল করেছেন ২১টি।

এখন তাকে বর্ণনা করা হচ্ছে আধুনিক ফুটবলের 'গোলমেশিন' হিসেবে।

যে কোনও দলকে চাপে রাখার ক্ষমতা এই মৌসুমে আর্সেনাল যখন দিনের পর দিন এক নম্বরে থেকে খেলা চালিয়ে যাচ্ছে তখনও ম্যানচেস্টার সিটি নিজেদের স্থির রেখে স্বাভাবিক খেলা চালিয়ে গেছে। বিশ্বাস রেখেছে যেকোনও মুহূর্তেই এমন সময় আসবে যখন আর্সেনাল পা হড়কাবে।

ঠিক সেটাই হয়েছে শেষ পর্যন্ত।

ম্যানচেস্টার সিটি প্রতিপক্ষকে চাপে রাখতে পারে এবং এই চাপে প্রতিপক্ষ ভেঙ্গে পড়ে এমনটা দেখা গেছে অনেক ম্যাচেই।

ম্যানসিটির রেকর্ডই বলছে, তারা প্রতিপক্ষের ওপর একটা মানসিক চাপ বজায় রাখতে পারে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে লিভারপুল ও আর্সেনাল এই চাপে টিকে থাকতে পারেনি।

য়ুর্গেন ক্লপের অধীনে লিভারপুলের আধিপত্য ফিরে এসেছিল কেবল এক মৌসুমের জন্য, তাও আবার ৩০ বছরে প্রথমবার অ্যানফিল্ডে ফিরেছিল ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ট্রফি।

বাকি সময় পেপ গার্দিওলার ম্যানসিটির চাপে পড়ে দুর্দান্ত মৌসুম কাটিয়েও শিরোপা ঘরে তুলতে পারেনি লিভারপুল।

দুই হাজার উনিশ সালে টানা ১৪ ম্যাচে জিতে ম্যানচেস্টার সিটি শিরোপা নিশ্চিত করেছিল, যা অনেকে বলেছিলেন 'অলৌকিক ব্যাপার'।

আর্সেনালেরও এবার একই হাল। এপ্রিল মাসের এক তারিখেও লন্ডনের ক্লাবটি ছিল পয়েন্ট তালিকার এক নম্বরে। তারপর আট ম্যাচে মাত্র ২টিতে জয় পেয়েছে, তিনটি ড্র ও তিনটি হেরে গেছে মিকেল আর্টেটার দল।

যার মধ্যে আছে ম্যানসিটির বিপক্ষে ৪-১ গোলের হার। অনেকে মনে করেন এই ম্যাচেই আর্সেনাল মনোবল হারিয়ে ফেলে। এতো লম্বা সময় এক নম্বরে থেকে এমন হার অনেক দলকেই ভেঙ্গে দিতে পারে।

ম্যানচেস্টার সিটির মধ্যে প্রতিপক্ষকে গুড়িয়ে দেয়ার প্রবণতা আছে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালে স্প্যানিশ ক্লাব রেয়াল মাদ্রিদকে হারিয়েছে ৪-০ গোলে। মৌসুমের শুরুর দিকে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে হারিয়েছে ৬-৩ গোলে। প্রিমিয়ার লিগের সাবেক স্ট্রাইকার গ্লেন মারে বিবিসি স্পোর্টসকে বলেছেন, ম্যানচেস্টার সিটির দলটা ভয়ানক, তারা জয় তুলে নিয়ে সেটা নিয়ে আর ভাবে না। একটা আবেগহীন দল। কোনও কিছুতেই তাদের কিছু যায় আসে না। গ্লেন মারে ১৯৯৯ সালের স্মৃতিচারণ করছিলেন, যেবার ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ট্রেবল জিতেছিল, ওই বছর ইউনাইটেড দল যা করেছিল তাতে অনেকেই দলটার সমর্থক বনে গিয়েছিল আমার মতোই। সিটির এই দলটাও অমরত্ব লাভ করবে।

পেপ গার্দিওলার জন্যও এটা দারুণ এক মুহূর্ত। তিনি বার্সেলোনা, বায়ার্ন মিউনিখ ও ম্যানচেস্টার সিটি এই তিন ক্লাবের দায়িত্বে থাকা অবস্থায় মাত্র তিনবার লিগ শিরোপা মিস করেছেন। এর আগে বার্সেলোনা ও বায়ার্ন মিউনিখের হয়েও তিনি হ্যাটট্রিক শিরোপা জিতেছেন।

মাধওয়ালের তোপের পর গ্রিনের সেঞ্চুরি, নিজেদের কাজটা করে রাখল মুম্বাই

ওয়াংখেড়ে ঃ মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের 'পার্টি' ভন্ডুল করা এ ম্যাচে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের অন্যতম বড় 'প্রাপ্তি' হওয়ার কথা ছিল সেটিই। অবশ্য এ ম্যাচে জয় তাদের পয়েন্ট তালিকার তলানি থেকেও টেনে তুলতে পারত। অন্যদিকে প্লে-অফের আশা টিকিয়ে রাখতে গেলে জয়ের বিকল্প ছিল না মুম্বাইয়ের। ওয়াংখেড়েতে বোলিংয়ে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর পর ক্যামেরন গ্রিনের ৪৭ বলে ১০০ রানের অপরাজিত ইনিংসে মুম্বাই পেয়েছে ৮ উইকেটের জয়। আপাতত তাই নিজেদের কাজটি করে রাখল রোহিত শর্মার দল।

১৪ ম্যাচ শেষে মুম্বাইয়ের পয়েন্ট এখন ১৬। দিনের পরের ম্যাচে সবার আগে প্লে-অফ নিশ্চিত করা গুজরাট টাইটানসের মুখোমুখি হওয়ার কথা রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর। 'হওয়ার কথা' বলতে হচ্ছে, কারণ এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত বৃষ্টির কারণে টসই হয়নি সে ম্যাচের শেষ পর্যন্ত বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হলে কপাল পুড়বে বেঙ্গালুরুর, প্লে-অফের চতুর্থ স্থানটি পেতে যে ওই ম্যাচে জয়ের বিকল্প নেই তাদের। নেট রানরেটে এগিয়ে বলে জিতলেই প্লে-অফ নিশ্চিত হয়ে যেত তাদের।

টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নামা সানরাইজার্স হায়দরাবাদের নজর একসময় নিশ্চিতভাবেই ছিল ২০০ পেরিয়ে আরও দূরে, ১৭তম ওভারেও ১ উইকেটে ১৭৪ রান ছিল তাদের। কিন্তু মাধওয়ালের তোপে পড়ে তারাই শেষ ২১ বলে ২৬ রান তুলতেই হারায় ৪ উইকেট।

হায়দরাবাদের দুই ওপেনার ভিভ্রান্ত শর্মা ও মায়াঙ্ক আগারওয়াল পাওয়ার প্লেতে তোলেন ৫৩ রান। ১৪তম ওভারে মাধওয়ালের বলে ৪৭ বলে ৬৯ রান করা করা ভিভ্রান্ত ফিরলেও রানের গতি ধরে রাখে হায়দরাবাদ। আগারওয়ালের সঙ্গে ভিভ্রান্তের ওপেনিং জুটিতে ওঠে ১৪০ রান।

৭-১৬, মাঝের ১০ ওভারে হায়দরাবাদ তোলে ১১৫ রান। আইপিএলে দলটির ইতিহাসে ইনিংসের এ পর্যায়ে এটি তাদের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্কোর, সর্বোচ্চ ১২৫ রান তারা তুলেছিল ২০১৯ সালে বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে।

তবে ১৭তম ওভারে ৪৬ বলে ৮৩ রান করা আগারওয়ালকে মাধওয়াল ফেরালে ছন্দপতন হয় হায়দরাবাদের। তিনে নামা হাইনরিখ ক্লাসেনের পর গ্লেন ফিলিপস, এইডেন মার্করাম ও হ্যারি ব্রুকের মিডল অর্ডার তেমন কিছু করতে পারেনি। এ চার জন ২৫ বলে তুলতে পারেন মাত্র ৩২ রান। মাধওয়াল ৪ উইকেট নেন ৩৭ রানে। রানতাড়ায় তৃতীয় ওভারেই ফেরেন ঈশান কিষান, ভুবনেশ্বর কুমারের বলে ক্যাচ দিয়ে, ১২ বলে ১৪ রান করে। এরপরও পাওয়ার প্লেতে মুম্বাই ৬০ রান তোলে মূলত ক্যামেরন গ্রিনের ঝড়ে। মুখোমুখি প্রথম বলেই ভুবনেশ্বরকে চার মেরে শুরু করেন গ্রিন, এরপর এগোতে থাকেন ফাস্ট ফরোয়ার্ড মুডে।

রোহিতের সঙ্গে গ্রিনের জুটিতে ৫০ রান ওঠে মাত্র ২৪ বলেই। রোহিত অবশ্য শুরুতে ছিলেন বেশ ধীরগতির, প্রথম ১৬ বলে মুম্বাই ও ভারত অধিনায়কের রান ছিল মাত্র ১৬। পরে ভাগ্যের ছোঁয়া পেয়ে পুষিয়ে দেন সেটিও। ৩১ বলে ফিফটিও পূর্ণ করেন। ১৪তম ওভারে মায়াঙ্ক ডাগরের বলে ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে নিতীশ কুমারের দুর্দান্ত ক্যাচে পরিণত হন ৩৭ বলে ৫৬ রান করে। গ্রিনের সঙ্গে জুটিতে ওঠে ৬৫ বলে ১২৮ রান।

রোহিত ফেরার পর ৪১ বলে ৫৩ রান প্রয়োজন ছিল মুম্বাইয়ের। সূর্যকুমার যাদব ও গ্রিনের ব্যাটিংয়ে মুম্বাই সে জয় পায় ১২ বল বাকি থাকতেই। তবে শেষ দিকে রোমাঞ্চ বলতে ছিল গ্রিনের সেঞ্চুরি পাওয়া নিয়েই। মাত্র ২০ বলে ফিফটি করা গ্রিন সেঞ্চুরি করতে নেন ৪৭ বল, সেটি পূর্ণ করেন ম্যাচের শেষ বলে। ইনিংসে শেষ পর্যন্ত তিনি মারেন ৮টি করে চার ও ছক্কা। সূর্যকুমার অপরাজিত ছিলেন ১৬ বলে ২৫ রান করে।

রোনালদোর 'ঘরের শত্রু বিভীষণ' তাঁর ছোট ছেলে

প্যারিস ঃ ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর বড় ছেলে বাবার পথেই হাঁটছে। ক্রিস্টিয়ানো জুনিয়র বেছে নিয়েছে ফুটবল। রিয়াল মাদ্রিদ, জুভেন্টাস থেকে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড বা আল নাসর রোনালদো যখন যে ক্লাবে খেলতে যাচ্ছেন, ক্রিস্টিয়ানো জুনিয়র সেখানকার একাডেমিতেই খেলছে। কিন্তু রোনালদোর ছোট ছেলে মাতেও তেমন নয়! ফুটবল পছন্দ করে সেও। তবে বাবা যে ক্লাবে খেলবেন, সেই দলেরই যে সমর্থন করতে হবে, সেটা সে মানছে কই! ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের পর রিয়াল মাদ্রিদেও রোনালদো কাটিয়েছেন তাঁর সেরা সময়। স্পেনের ফুটবলে খেলার সময় রিয়ালের রোনালদোর সবচেয়ে বড় 'শত্রু' ছিল বার্সেলোনা। তুমুল এই প্রতিদ্বন্দ্বীর বিপক্ষে সব সময়ই জিততে চাইতেন তিনি। ফুটবলে রোনালদোর সবচেয়ে বড় দ্বৈরথটাই ছিল বার্সেলোনার আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি লিওনেল মেসির সঙ্গে। অথচ রোনালদোর ছোট ছেলে মেসির সেই সাবেক ক্লাব বার্সেলোনাকেই পছন্দ করে! রোনালদোর ঘরে বসেই সে বার্সেলোনার জার্সি পরে উচ্ছ্বাস দেখায়! মজা করে কেউ বলতেই পারেন, রোনালদোর 'ঘরের শত্রু বিভীষণ' তাঁর ছোট ছেলে! বিষয়টি অবশ্য মজা হিসেবেই নিয়েছেন রোনালদোর প্রেমিকা জর্জিনা রদ্রিগেজ। মাতেওর বার্সেলোনার জার্সি পরে উচ্ছ্বাসের দৃশ্য ভিডিও করে তা ইনস্টাগ্রামে দিয়েছেন জর্জিনা। ভিডিওতে দেখা যায়, রোনালদোর তিন সন্তান আলানা মার্তিনা, ইভা ও মাতেও ঘরে একটি সোফার ওপর উঠে নাচছে। মাঝে থাকা মাতেও পরে আছে বার্সেলোনার জার্সি। মাতেওর কাণ্ড দেখে জর্জিনা খুব হাসছিলেন। ভিডিওতে জর্জিনাকে দেখা না গেলেও তাঁর হাসির শব্দ ঠিকই শোনা গেছে।

সংক্ষিপ্ত ››

মিয়ানমারে বিনিয়োগকারীদের রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে এগিয়ে আসতে হবে : আব্দুল মোমেন

ঢাকা ঃ রোহিঙ্গা সংকটের টেকসই সমাধানে এগিয়ে আসাতে, মিয়ানমারে বিনিয়োগকারী দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। তিনি বলেন, আমি আশা করি একদিন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী স্বদেশে ফিরে যাবে। শনিবার রাজধানী ঢাকার একটি হোটেলে আয়োজিত এক সেমিনার শেষে সাংবাদিকদের কাছে তিনি এ কথা বলেন। প্রকাশনা সংস্থা ডিপ্লোম্যাটস ওয়ার্ল্ড, রোহিঙ্গা রিপ্যাট্রিয়েশন ঃ আ পাথওয়ে টু পিস, স্ট্যাবিলিটি এন্ড হারমোনি ইন দ্য বে অফ বেঙ্গল রিজিয়ন শীর্ষক এই সেমিনারের আয়োজন করে। সেমিনারে আরো বক্তব্য রাখেন, সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ও ডিপ্লোম্যাটস ওয়ার্ল্ড এর নির্বাহী উপদেষ্টা আবুল হাসান চৌধুরী। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আপনারা দেখেছেন এশিয়া প্যাসিফিক ও বে অফ বেঙ্গলের প্রতি অনেক দেশের আকর্ষণ বেড়েছে এবং প্রত্যেকে এখানে অনেক বিনিয়োগ করেছে ও ব্যবসাবাণিজ্য বাড়াচ্ছে। এই সমস্যার সমাধান না হলে এবং এখানে সন্ত্রাসী তৎপরতা বাড়লে এই বিনিয়োগগুলো সংকটে পড়বে। ড. মোমেন বলেন, হতাশাগ্রস্ত রোহিঙ্গারা যদি সন্ত্রাসবাদে অনুরক্ত হয় তাহলে গোটা অঞ্চলে বড় বড় কিছু দেশের করা বিনিয়োগ ভেস্তে যাবে। বিনিয়োগ টিকিয়ে রাখতে এ অঞ্চলে শান্তি প্রয়োজন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন বলেন, যদি প্রতিশ্রুতি থাকে, যদি আন্তরিকতা থাকে তবে, অবশ্যই রোহিঙ্গা সঙ্কট দূর হবে। এই প্রতিশ্রুতির বিষয়ে আমাদের বৈশ্বিক নেতৃত্বের আন্তরিকতার ঘাটতি রয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত এ বিষয়ে তারা শুধু মুখে মুখে আশ্বাস দেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন যে তিনি সর্বদা আশাবাদী। তিনি উল্লেখ করেন যে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন উভয়ই রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের জন্য সিনিয়র পর্যায়ের ফোকাল (এনভয়) পয়েন্ট নিযুক্ত করেছে। আব্দুল মোমেন আরো বলেন, এগুলো ভাল খবর। আমরা আলোচনা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে এই সমস্যা বন্ধুত্বপূর্ণ ভাবে সমাধান করতে চাই। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বিশ্বনেতৃত্বকে আন্তরিকতা ও অঙ্গীকার নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের আশাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। উন্নত জীবন ও ভালো ভবিষ্যতের জন্য রোহিঙ্গাদের তাদের নিজ দেশে ফিরে যেতে হবে। আমি আশা করি এটা একদিন হবে।

ইউক্রেনকে এফ১৬ যুদ্ধবিমান সরবরাহের পথ খুলে দিল যুক্তরাষ্ট্র

হিরোশিমা (ওয়েবডেস্ক)ঃ যুক্তরাষ্ট্র বলছে তার পশ্চিমা মিত্র দেশগুলো ইউক্রেনকে এফসিক্সটিনের মত আধুনিক যুদ্ধবিমান সরবরাহ করতে পারবে। মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জেক সালিভ্যান বলেছেন, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন শুক্রবার জাপানে জি সেভেন শীর্ষ সম্মেলনে আগত নেতৃবৃন্দকে তার এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছেন।

এ সিদ্ধান্তের ফলে নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম ও ডেনমার্কসহ বেশ কিছু দেশ তাদের নিজেদের কাছে থাকা এফ১৬ যুদ্ধবিমান ইউক্রেনকে দিতে পারবে।

আমেরিকার তৈরি এফসিক্সটিন যুদ্ধবিমান ইউক্রেন অনেক দিন ধরেই চাইছিল এবং এগুলো পাবার পথ উন্মুক্ত হওয়া তাদের জন্য এক বড় খবর।

প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি একে এক 'ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত' বলে অভিহিত করেছেন।

তবে রাশিয়া বলেছে, কোনো দেশ যদি ইউক্রেনকে এফ১৬ যুদ্ধবিমান দেয় - তাহলে তারা বিরাট ঝুঁকির মুখে পড়বে।

রুশ সরকারি সংবাদমাধ্যমে বলা হয় ডেপুটি পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলেক্সান্ডার গ্রুশকো বলেছেন, পশ্চিমা দেশগুলো উত্তেজনা বাড়ানোর রাস্তা নিয়েছে ।

আমাদের সকল পরিকল্পনায় এ বিষয়টি বিবেচনায় রাখা হবে এবং আমাদের নিজ লক্ষ্য অর্জনের সকল উপায় আমাদের হাতে আছে, বলেন তিনি।

মি. সালিভ্যান বলেন, এই জেটবিমান ব্যবহারের জন্য ইউক্রেনের পাইলটদেরকে প্রশিক্ষণও দেবে মার্কিন সৈন্যরা।

তিনি অবশ্য আভাস দিয়েছেন যে ইউক্রেন যেসব যুদ্ধবিমান পাবে তা শুধু আত্মরক্ষামূলক কাজেই ব্যবহার করা যাবে এবং রাশিয়ার ভূখন্ডের ভেতরে কোন আক্রমণ চালানোর সক্ষমতা বা এরকম কোন সহায়তা - কোনটাই যুক্তরাষ্ট্র দেবে না।

যুক্তরাষ্ট্রের এফ১৬ যুদ্ধ বিমান কি ইউক্রেন যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারবে?

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রুশ অভিযান শুরুর সময় ইউক্রেনের হাতে ১২০টি যুদ্ধবিমান ছিল বলে মনে করা হয় - যা প্রধানত সোভিয়েত যুগের মিগ২৯ এবং সু২৭ জাতীয়।

কিন্তু কর্মকর্তাদের মতে রাশিয়ার সামরিক সক্ষমতার সাথে এঁটে উঠতে হলে ইউক্রেনের অন্তত ২০০ জেট দরকার। সেকারণে দেশটি বহুদিন ধরেই পশ্চিমা মিত্রদের কাছে এফ১৬ যুদ্ধবিমান চাইছিল - যা শব্দের চেয়ে দ্বিগুণ দ্রুতগামী এবং আকাশে ও স্থলভাগে থাকা লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন এফ১৬র মত বিমান পেলে ইউক্রেন রুশ প্রতিরক্ষাব্যূহ অতিক্রম করে আক্রমণ চালাতে পারবে।

যুক্তরাষ্ট্র এবং নেটো জোটের বেশ কিছু দেশ ইউক্রেনকে আধুনিক জেট দেবার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিল, কারণ এতে রাশিয়ার সাথে সরাসরি সংঘাতের ঝুঁকি তৈরি হতে পারে।

কোন দেশ আমেরিকার যুদ্ধ সামগ্রী পেলেও যুক্তরাষ্ট্রের অনুমোদন ছাড়া তারা তা অন্য কারো কাছে বিক্রি বা রপ্তানি করতে পারে না। তাই প্রেসিডেন্ট বাইডেনের এ সিদ্ধান্তের ফলে ডেনমার্ক, বেলজিয়াম বা নেদারল্যান্ডসের মত দেশগুলো তাদের কাছে থাকা কিছু এফ১৬ বিমান ইউক্রেনকে দিতে পারবে।

ফরাসী প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রঁ বলেছেন, তার দেশ ইউক্রেনীয় পাইলটদের প্রশিক্ষণ দিতে ইচ্ছুক তবে তারা কোন বিমান দেবে না।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকও ইউক্রেনীয় পাইলটদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তৈরি করার কথা বলেছেন। তবে যুক্তরাজ্যের কোন এফ১৬ বিমান নেই।

কিয়েভ লক্ষ্য করে রুশ ড্রোন হামলা

ইউক্রেনের কর্মকর্তারা বলছেন, দেশটির রাজধানী কিয়েভ লক্ষ্য করে আবার রুশ ড্রোন হামলা হয়েছে।

তারা বলেন তাদের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কাজ করছে তবে কিয়েভের কিছু এলাকায় ধ্বংসপ্রাপ্ত ড্রোনের টুকরো এসে পড়েছে এবং একটি ভবনের ছাদে আগুন ধরে গেছে।

রুশ নিয়ন্ত্রণে থাকা মারিউপোল শহরে তিনটি জোরালো বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গেছে। মারিউপোলের নির্বাসিত পৌর কাউন্সিল বলেছে, প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী শহরটির বিমান বন্দরে বিস্ফোরণ ঘটেছে - যেখানে রুশ সেনারা অবস্থান নিয়েছে।

অন্যদিকে প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি এখন জি সেভেন জোটের নেতাদের সাথে বৈঠক করতে জাপানে রয়েছেন।

মানুষের রোগ হয় কেন? জানতে নতুন ধরনের এক গবেষণা

লন্ডন (ওয়েবডেস্ক)ঃ মানুষের রোগ হয় কেন, আর কী করেই বা তা ঠেকানো যেতে পারে - তা জানতে হাজার হাজার মানবদেহ ও মস্তিষ্কের ওপর এক নতুন ধরনের গবেষণা চলছে যুক্তরাজ্যে। এ গবেষণায় স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে অংশ নিচ্ছেন ৬০,০০০ মানুষ - যাদের দেহ ও মস্তিষ্ক স্ক্যান করে আরো ভালোভাবে জানার চেষ্টা করা হবে যে মানুষের বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাতে কী পরিবর্তন হয়। এর ফলে বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার, ডেমেনশিয়া বা স্মৃতি লোপ পাবার মত রোগগুলোকে কীভাবে আগেভাগেই চিহ্নিত করা যায় এবং তা রোধ বা চিকিৎসা করা যায় - তা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

এ গবেষণার ফলে ইতোমধ্যেই একটি জেনেটিক পরীক্ষা উদ্ভাবিত হয়েছে - যা দিয়ে কোন মানুষ যদি হৃদরোগের বর্ধিত ঝুঁকি নিয়ে জন্মান তা শনাক্ত করা যেতে পারে।

বিবিসির সংবাদদাতা ফার্গাস ওয়ালশ নিজেই এ গবেষণায় অংশ নিয়েছেন । নয় বছর আগে তাকে প্রথমবার স্ক্যান করা হয়েছিল এবং এবার দ্বিতীয়বারের মতো তার মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড,চোখ এবং হাড়ের ঘনত্ব পরীক্ষা করা হবে।

এতে অংশ নেয়া সকল স্বেচ্ছাসেবীর উপাত্ত যুক্তরাজ্যের একটি বায়োব্যাংকে সংরক্ষিত হচ্ছে এবং ৯০টিরও বেশি দেশের গবেষকরা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণায় এই তথ্যভান্ডার ব্যবহার করছেন।

এতে একজন মানুষের দু'দফায় কয়েক বছরের ব্যবধানে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এমআরআই করা হয়, অর্থাৎ শব্দ তরঙ্গ দিয়ে তার দেহের বিভিন্ন অংশের স্ক্যান করা হয়। এতে ডেমেনশিয়া, ক্যান্সার ও হৃদরোগের মত রোগগুলোকে চিহ্নিত ও প্রতিরোধ করার নতুন নতুন পথের সন্ধান পাওয়া যায়।

আমাদের যতই বয়স বাড়ছে, তার সাথে সাথে আমাদের প্রত্যঙ্গগুলোতে কী পরিবর্তন হচ্ছে - তা দেখতে পারবেন গবেষকরা। এর ফলে রোগের লক্ষণ দেখা দেবার, বা সাধারণ ডাক্তারি পরীক্ষায় তা চিহ্নিত হবার অনেক বছর আগেই একেকটি রোগের চিহ্নগুলো শনাক্ত করতে তা সহায়ক হবে, বলছেন অধ্যাপক নাওমি অ্যালেন, এ প্রকল্পের প্রধান বিজ্ঞানী।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, এ গবেষণা থেকে আরো নানা তথ্য জানা যেতে পারে। বায়োব্যাংকের কর্মকর্তা এবং ইম্পেরিয়াল কলেজ লন্ডনের অধ্যাপক পল ম্যাথুজ বলছেন, কোন কোন লোকের মধ্যে কেন অন্যদের চেয়ে কিছু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি থাকে, বা একটা বিশেষ চিকিৎসা কোন রোগীর দেহে সবচেয়ে ভালোভাবে কাজ করবে এসব বিষয়ে জানা সম্ভব হবে ।

ইউকে বায়োব্যাংক প্রথম চালু হয় ২০০৬ সালে। প্রথমে এতে ৫ লক্ষ মানুষের জিনোম বা সম্পূর্ণ ডিএনএ সিকোয়েন্স, স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য এবং জেনেটিক নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা করা হয়।

ইমেজিং বা স্ক্যানিংএর কাজ শুরু হয় ২০১৪ সালে। এখানে অংশগ্রহণকারীদের সবাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বাস্থ্য সেবার কথা ভেবেই এ গবেষণায় অংশ নিয়েছেন।

এই বায়োব্যাংকের তথ্য ব্যবহার করে গবেষকরা কোন ব্যক্তির করোনারি হৃদরোগ হবার ঝুঁকি বেশি কিনা তা বের করার একটি জেনেটিক টেস্ট উদ্ভাবন করেছেন ।

টুকরো খবর

রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সৌজন্য সাক্ষাৎ

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শনিবার সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে দেশটির রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব মো. জয়নাল আবেদীন জানান, বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের বিভিন্ন বিষয়, বিশেষ করে তার সাম্প্রতিক জাপান, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে ত্রিদেশীয় সফর নিয়ে আলোচনা করেন। জয়নাল আবেদীন আরো জানান, প্রধানমন্ত্রী তার সফরের ফলাফল সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেছেন।রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন সফল সফরের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানান। প্রধানমন্ত্রীর সফর, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্য ও বিনিযগোসহ দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় সম্পর্ককে আরো প্রসারিত করবে বলে আশা প্রকাশ করেন রাষ্ট্রপতি সাবাবুদ্দিন। রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব আরো জানান, তারা একে অপরের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নেন। এর আগে, সন্ধ্যা সোয়া ৭টায় বঙ্গভবনে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন এবং তার স্ত্রী ড. রেবেকা সুলতানা ফুলের তোড়া দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান। প্রধানমন্ত্রীও রাষ্ট্রপ্রতিকে ফুলের তোড়া উপহার দেন। এসময় রাষ্ট্রপতির সচিবগণ উপস্থিত ছিলেন।

বড় শিল্পগুলো অবৈধ গ্যাস সংযোগ ব্যবহার করছে ঃপ্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ

ঢাকা ঃ বড় শিল্পগুলো অবৈধ গ্যাস সংযোগ ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ করেছেন বাংলাদেশের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ। তিনি, অবৈধ গ্যাস সংযোগ বন্ধ করার জন্যব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানান। ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ডিসিসিআই এ অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে শনিবার এ কথা বলেন প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ। সেমিনারে টেক্সটাইল, তৈরি পোশাক খাত এবং বিভিন্ন খাতের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমরা যখন কোনো কারখানায় পরিদর্শনে যাই, তখন দেখি সেখানে একটি বৈধ গ্যাস লাইন আছে। আর, মূল সংযোগ বাদ দিয়ে অনেক ক্ষেত্রে আরো তিনটি অবৈধ সংযোগ পাওয়া যায়। তিনি ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে বলেন, অনুগ্রহ করে এসব অবৈধ গ্যাস সংযোগ বন্ধ করুন। আপনার অবৈধ সংযোগ অন্যান্য শিল্পকে তাদের গ্যাস ব্যবহারের অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। প্রতিমন্ত্রী হামিদ আরো বলেন, আমি সংশ্লিষ্ট শিল্পের তালিকা প্রকাশ করতে চাই না। অনেক বড় এবং নেতৃস্থানীয় শিল্পের নাম আছে, তারা খুবই প্রভাবশালী। বর্তমান পরিস্থিতি ও সরকারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ। বলেন, সরকার ৪ বছরের মধ্যে মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্র বন্দরে ৪০০ কোটি ডলার ব্যয়ে একটি স্থল ভিত্তিক এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের পরিকল্পনা করছে। এটি জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে। গ্যাস ও বিদ্যুতের পরিকল্পিত সরবরাহ নিশ্চিত করতে, সুনির্দিষ্ট শিল্পাঞ্চল ছাড়া সরকার কোনো শিল্পকারখানা গড়ে উঠতে দেবে না বলে জানান প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ। তিনি বলেন, সরকার বেসরকারি খাতকে জ্বালানি ব্যবসায় আসার অনুমতি দেবে, যাতে যেকোনো প্রতিষ্ঠান তাদের নিজেদের পছন্দমতো আলোচ্য হারে গ্যাস আমদানি এবং যেকোনো শিল্পে তা সরবরাহ করতে পারে। সেমিনারে সারাদেশে গ্যাস অনুসন্ধানে অধিকতর গ্যাসের সন্ধান নিয়ে প্রতিমন্ত্রী ও অধ্যাপক বদরুল ইমামের মধ্যে বিতর্ক দেখা যায়। প্রতিমন্ত্রী বলেন যে দেশে গ্যাস নেই নাকি দেশে আরো গ্যাস আছে, তা নিয়ে তিনি সন্দিহান। এই মন্তব্যের জবাবে অধ্যাপক বদরুল ইমাম বলেন, দেশে গ্যাসের প্রাপ্যতা নিয়ে বিভ্রান্ত হওয়ার কিছু নেই। কারণ ইউএসজিএস সহ অনেক আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান তাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও তথ্য প্রমাণ করেছে যে দেশে এখনো ৩২ থেকে ৪২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট (টিসিএফ) গ্যাস মজুদ রয়েছে।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
সোমবার
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
22:05:2023
দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

যে পাঁচ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে এবারের জাতীয় বাজেট

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশে এ বছর এমন এক সময়ে বাজেট ঘোষণা হচ্ছে, যখন দেশটিতে চরম মূল্যস্ফীতি এবং আর্থিক সংকট চলছে, সেই সঙ্গে বছর শেষে হতে যাচ্ছে জাতীয় নির্বাচন। ঢাকার গ্রিনরোডের বাসিন্দা শাহরিয়ার জামান একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে যে বেতন ভাতা পান, তা দিয়ে গত কয়েক বছর ভালোই চলছিল। কিন্তু গত বছর থেকে ব্যয়ের সাথে তাল মেলানো তার জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে। বড় অংকের টাকা ট্যাক্সে চলে যায়। তার ওপর প্রতিটা জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে। বেতনের টাকা তো চলেই যাচ্ছে, মাঝে একবার অসুস্থ হয়ে একটা সঞ্চয় ভেঙ্গে ফেলতে হয়েছে, তিনি বলছিলেন। সামনের বাজেটে তার জন্য কোন সুযোগ সুবিধা আসে কিনা, আয়করের সিলিং বাড়ানো হয় কিনা, তিনি সেটা দেখার জন্য যেমন অপেক্ষা করছেন। আবার শুল্ককর বাড়ানো হলে অনেক জিনিসের দাম আরেক দফা বেড়ে যাওয়ারও ভয় পাচ্ছেন। বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদরা ধারণা করছেন, অন্যসব বছরের তুলনায় এ বছরের বাজেট কিছুটা চ্যালেঞ্জের হয়ে উঠবে। সরকারকে একদিকে জাতীয় নির্বাচনের কথা বিবেচনায় রেখে জনতুষ্টির দিকে গুরুত্ব দিতে হবে, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের শর্তগুলো বাস্তবায়নেরও চাপ থাকবে।

আরব লিগে প্রেসিডেন্ট আসাদের প্রত্যাবর্তন, গোটা অঞ্চলের জন্য এর অর্থ কী?

লেবানন (এজেন্সী) ঃ এক দশকেরও বেশি সময় আগে সিরিয়ায় ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। একনায়ক বাশার আল-আসাদ এই যুদ্ধের শুরু থেকে ইসলামপন্থীসহ বিভিন্ন বিদ্রোহী গ্রুপ ও সুশীল সমাজকে ধ্বংস করতে 'পোড়ামাটি নীতি' গ্রহণ করেন। তার বিরুদ্ধে এর বিরোধিতায় অন্যান্য আরব দেশগুলো গোপনে সমর্থন যোগায় এবং এক পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট আসাদ আরব বিশ্বের সমাজচ্যুত নেতায় পরিণত হন।

বিরোধীদের ওপর নিষ্ঠুর দমন-পীড়নের দায়ে আরব লিগ থেকে সিরিয়াকে বহিষ্কার করা হয় ২০১১ সালে।

কিন্তু এখন এই দৃশ্যপট আমূল বদলে গেছে।

প্রেসিডেন্ট আসাদের প্রতিবেশী দেশগুলো তাকে পুনরায় বরণ করে নিচ্ছে। আরব দেশগুলোর জোট আরব লিগে প্রত্যাবর্তন ঘটেছে সিরিয়ার। এই ঘটনাকে দেখা হচ্ছে প্রেসিডেন্ট আসাদের আন্তর্জাতিক পুনর্বাসন হিসেবে।

সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের এই ফিরে আসা কিভাবে সম্ভব হলো এবং তার এই প্রত্যাবর্তন সিরিয়া, এই দেশের জনগণ, শরণার্থী এবং গোটা ওই অঞ্চলের জন্য কী অর্থ বহন করে?

বিবিসির আরবি বিভাগের ফেরাসি কিলানি, যিনি ২০১১ সাল থেকে সিরিয়ার যুদ্ধের ওপর নজর রাখছেন, তিনি এরকম কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন।

আমার মনে হয় আমরা এখন এই যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার সূচনা প্রত্যক্ষ করছি।

একনায়ক আসাদের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে শুরু হওয়া আঃদোলন একসময় নিষ্ঠুর গৃহযুদ্ধে রূপ নেয়। সিরিয়ার বেশিরভাগ এলাকা চলে যায় প্রেসিডেন্ট আসাদের বিরোধী বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে।

কিন্তু বিরোধী গ্রুপগুলো বর্তমানে তুরস্কের সাথে সীমান্তে খুবই ছোট্ট একটি এলাকা নিয়ন্ত্রণ করছে।

২০১৭ সালে ইসলামিক স্টেট বা আইএসের পতনের পর থেকে স্বশাসিত কুর্দি অঞ্চল ছাড়া বাকি সিরিয়া চলে গেছে প্রেসিডেন্ট আসাদের নিয়ন্ত্রণে।

বাশার আল-আসাদকে আরব লিগে ফিরিয়ে নেওয়ার বিষয়টি দেশটির বাস্তব পরিস্থিতিরই স্বীকৃতি। এর অর্থ এই নয় যে রাতারাতি অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে।

কারণ এই অঞ্চলে আরো কিছু দেশ যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া এবং ইরান সক্রিয় রয়েছে - কিন্তু এখন আমরা যা দেখছি তা হচ্ছে এই যুদ্ধ শেষ হওয়ার সূচনা।

কিভাবে ফিরে এলেন প্রেসিডেন্ট আসাদ?

আরব দেশগুলোর মধ্যে দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পরেই প্রেসিডেন্ট আসাদের আরব লিগে ফিরে আসা সম্ভব হয়েছে।

এই উদ্যোগে বড় ধরনের ভূমিকা রেখেছেন সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান যিনি এমবিএস নামে পরিচিত।

তার এই প্রত্যাবর্তন ঘটেছে ধাপে ধাপে।

এবং জোটের ভেতরে কিছু বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও বেশিরভাগ আরব দেশ উপলব্ধি করতে পেরেছে যে তারা যেহেতু আসাদ সরকারের পতন ঘটাতে পারেনি, তাই তাদেরকে এখন প্রেসিডেন্ট আসাদকে নিয়েই থাকতে হবে।

এখানে আরো কতগুলো বিষয় কাজ করেছে। প্রথমত ক্যাপটাগন নামের একটি মাদক। এটি এক ধরনের এমফিটামিন। ধারণা করা হয় যে, প্রেসিডেন্ট আসাদ তার দেশে এই ড্রাগটির ব্যাপক উৎপাদনে অনুমতি দিয়েছেন।

ব্রিটিশ সরকারের হিসেবে সারা বিশ্বে যতো ক্যাপটাগন সরবরাহ করা হয় তার ৮০ শতাংশই সিরিয়ায় উৎপাদিত হয়। এর পরে এই ড্রাগটি লেবাননসহ ওই অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

শুধুমাত্র ২০২১ সালেই মধ্যপ্রাচ্য এবং তার বাইরের বিভিন্ন দেশ থেকে ৪০ কোটিরও বেশি ক্যাপটাগন ট্যাবলেট জব্দ করা হয়েছে - যা মোট উৎপাদনের সামান্য একটি অংশ বলে ধারণা করা হয়।

মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলোতে এটা আসলেই বড় ধরনের উদ্বেগের কারণ, বিশেষ করে সৌদি আরবে।

সৌদি আরব মনে করে সিরিয়াকে আরব লিগে ফিরিয়ে নেওয়া হলে এই মাদকের সরবরাহ বন্ধ করা সম্ভব হবে।

একইভাবে ইরানকে নিয়েও তাদের উদ্বেগ রয়েছে।

শিয়া-প্রধান দেশ হিসেবে ইরান ইতোমধ্যে ওই অঞ্চলে শক্তি অর্জন করেছে। চারটি আরব রাজধানীতে তেহরানের বড় ধরনের প্রভাবও রয়েছে। এগুলো হচ্ছে - বাগদাদ, বৈরুত, সানা এবং দামেস্ক।

আরব লিগের নেতারা হয়তো হিসেব করে দেখেছেন যে প্রেসিডেন্ট আসাদকে তাদের জোটে ফিরিয়ে নিলে সিরিয়ার ওপর ইরানের প্রভাব হ্রাস পাবে এবং মধ্যপ্রাচ্যের 'শিয়া বলয়ে' বিঘ্ন সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।

যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রেসিডেন্ট আসাদের এই প্রত্যাবর্তনের বিরোধিতা করতে পারে, কিন্তু এবিষয়ে তাদের তেমন কিছু করার নেই।

আরব বিশ্ব মনে করে প্রেসিডেন্ট আসাদকে ক্ষমতা থেকে সরানো হবে না এবং একারণে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে বর্তমানে যে পরিস্থিতি - তা চলতে দেওয়া যায় না।

সিরিয়ার যুদ্ধে দেশটির লাখ লাখ মানুষ উদ্বাস্তু হয়েছে। দেশটির অনেকেই এখন সিরিয়ার বাইরে অন্যান্য দেশে বাস করছেন। এসব দেশের মধ্যে রয়েছে তুরস্ক, লেবানন এবং জর্ডান। অনেকে ইউরোপেও পালিয়ে গেছেন।

দেশের ভেতরেও বহু মানুষ স্থানচ্যুত হয়েছে। শুধুমাত্র ইদলিব এবং আলেপ্পো প্রদেশেই ঘরছাড়া হয়েছে ৩০ লাখ মানুষ। এদের বেশিরভাগই ক্যাম্পে বাস করছেন।

তারা কি এখন সরকার নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ফিরে যেতে নিরাপদ বোধ করবেন?

কারণ এই লোকগুলো তো দেশের এই ধ্বংসযজ্ঞ এবং এতো বিশাল সংখ্যক মানুষের প্রাণহানির জন্য আসাদ সরকারকেই দায়ী করে থাকেন।

আমরা জানি যে জর্ডানে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে সিরিয়ার সরকার তাদের নিরাপদে দেশে ফিরে যাওয়ার কথা বলে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে তাদের ওপর কোনো ধরনের নিপীড়ন চালানো হবে না।

কিন্তু এই আশ্বাসের ওপর কি তারা আস্থা রাখবে? আমি নিশ্চিত নই।

আমরা দেখেছি শত শত মানুষ যারা সরকার নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ফিরে গেছেন - তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

তবে যারা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বিভিন্ন দেশে অথবা ব্রিটেনে চলে গেছে তারা সিরিয়াতে ফিরে আসবে বলে আমার মনে হয় না।

প্রথমত তাদের সংখ্যা কতো সেটা আমরা আসলেই জানি না। সিরিয়ার সরকার এবং ইসলামিক স্টেট উভয়ের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে বহু জিহাদি মারা গেছে।

ফলে হয়তো আরো কয়েক শ' জিহাদি রয়ে গেছে যারা আল-কায়দা কিম্বা অন্যান্য গ্রুপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তাদের ব্যাপারে সিরিয়া ও তুরস্কের মধ্যে আলোচনার প্রয়োজন যাতে করে যারা সন্ত্রাসী হিসেবে বিবেচিত নন তারা যেন দেশে ফিরে যেতে পারেন।

বাকিদের ব্যাপারে তারা হয়তো সামরিক সমাধানের বিষয়ে সম্মত হতে পারেন যেমনটা তারা ইসলামিক স্টেটের বেলায় করেছেন।

বাস্তবতা হচ্ছে এখনও যেসব বিরোধী যোদ্ধা রয়ে গেছে তাদেরকে কিভাবে মোকাবেলা করা হচ্ছে সেটা সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধের অবসানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সবচেয়ে বড় ও সরাসরি প্রভাব পড়বে লেবাননের ওপর।

দেশটিতে ইতোমধ্যে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে। একই সাথে চলছে রাজনৈতিক অচলাবস্থাও।

এখন সিরিয়ার এই ফিরে আসার মধ্য দিয়ে হয়তো লেবাননের ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

একই সাথে এটাকে যেমন ইরানি প্রভাব ঠেকানোর উদ্যোগ হিসেবে দেখা হতে পারে, তেমনি সৌদি আরব ও ইরানের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নেও সিরিয়ার এই প্রত্যাবর্তন সাহায্য করতে পারে।

প্রেসিডেন্ট আসাদ তেহরানের ঘনিষ্ঠ মিত্র এবং তার এই পুনর্বাসনের কারণে এই অঞ্চলে উত্তেজনা প্রশমিত হতে পারে।

এছাড়াও ইয়েমেনে গৃহযুদ্ধের অবসানেও প্রেসিডেন্ট আসাদের এই প্রত্যাবর্তন ভূমিকা রাখতে পারে।

এই প্রক্সি ওয়ার বা ছায়াযুদ্ধের কারণেও সাম্প্রতিক কালে মধ্যপ্রাচ্যের স্থিতি বিনষ্ট হয়েছে।

হ্যাঁ, তিনি জয়ী হয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কতো মূল্যের বিনিময়ে?

বাস্তবতা হচ্ছে এই জয় তিনি পেয়েছেন আরো কয়েক বছর আগেই, যখন সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে রাশিয়া পুরোপুরি হস্তক্ষেপ করেছে এবং আইএস পরাজিত হয়েছে।

বলা যেতে পারে, অত্যন্ত চড়ামূল্য দিয়ে এই বিজয় অর্জন করতে হয়েছে।

সিরিয়া পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে, ধ্বংস হয়ে গেছে দেশটির অর্থনীতি এবং সিরিয়ার জনগণ ভিটেমাটি হারিয়ে উদ্বাস্তু হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট আসাদ ক্ষমতা জয় করেছেন ঠিকই, কিন্তু তার দেশকে এই দুঃস্বপ্ন থেকে বের হয়ে আসতে আরো কয়েক দশক সময় লাগবে।

অনেকে মনে করেন তার ভাবমূর্তিও চিরতরে ধ্বংস হয়ে গেছে।

ওয়াগনার গ্রুপের বাখমুট দখলের দাবি, অস্বীকার জেলেনস্কির

ইউক্রেন (এজেন্সী) ঃ রাশিয়ার পক্ষে যুদ্ধরত ভাড়াটে আধাসামরিক বাহিনী ওয়াগনার গ্রুপ বাখমুট দখল করে নিয়েছে এমন দাবি করার পর রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন তাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। তবে ইউক্রেনের উপ-প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ওই দাবি প্রত্যাখান করেছেন।

স্থানীয় সময় শনিবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক ভিডিও পোস্টে বাখমুট দখলের দাবি করেন ওয়াগনার প্রতিষ্ঠাতা ইয়েভগেনি প্রিগোঝিন। সেখানে তাকে তার যোদ্ধাদের সাথে দাঁড়িয়ে ছবি তুলতে দেখা যায়।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলছেন যে বাখমুট শহর সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে - তবে সেখানকার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে রাশিয়া জয়ী হয়েছে, এমনটিও স্বীকার করছেন না তিনি।

জাপানের হিরোশিমায় জি সেভেন বৈঠকে মি. জেলেনস্কিকে বাখমুটের যুদ্ধ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আপনাকে বুঝতে হবে যে সেখানে কিছুই আর নেই। তারা সবকিছু ধ্বংস করে দিয়েছে।

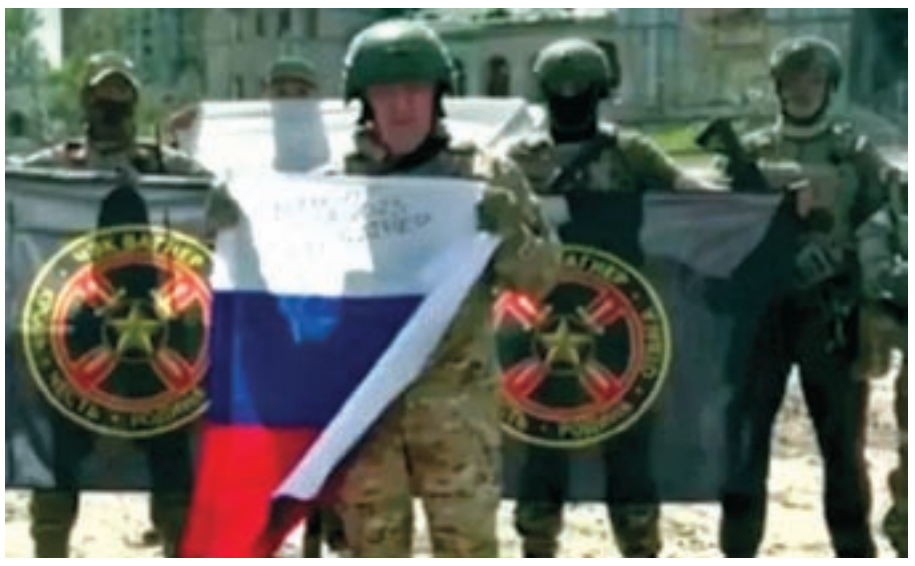

যথেষ্ট অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করা হয়নি। তিনি যে বাখমুট দখলের সবশেষ ভিডিওটি প্রকাশ করেছেন, তাতে তিনি বলছেন, এখন আর কেউ সামান্যতমও অস্বীকার করতে পারবে না যে অন্তত কিছু অংশ হলেও দখল করা হয় নি।

তার পেছনে বিস্ফোরণের শোনা যাচ্ছিল, যার মানে শহরে ভেতরে না হলেও আশপাশে যুদ্ধ চলছে।

শনিবার মস্কোর রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম যে খবর প্রকাশ করে তাতে, ওয়াগনারের দাবির সাথে সুর মেলাতে দেখা যায় রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কেও।

তবে এর কিছু পরেই বার্তা আদান প্রদানের মাধ্যম টেলিগ্রামে ইউক্রেনের ডেপুটি ডিফেন্স মিনিস্টার হানা মালিয়ার বলেন, বাখমুটে তীব্র লড়াই চলছে। পরিস্থিতি গুরুতর। এখন পর্যন্ত আমাদের বাহিনী এই এলাকা এবং প্রাইভেট সেক্টরের কিছু শিল্প ও বাণিজ্য ভবন, কারখানা নিয়ন্ত্রণে রেখেছে।

পশ্চিমাদের কিছু হিসাব বলছে ২০ হাজার থেকে ৩০ হাজার রুশ যোদ্ধা বাখমুটে মারা পড়েছে বা আহত হয়েছে।

আমাদের প্রতিরক্ষার দায়িত্বে থাকা কর্মীরা কঠোর যুদ্ধ করেছে। সাহসিকতার জন্য তাদের প্রশংসা প্রাপ্য। গত অগাস্ট থেকে চলা বাখমুটের লড়াইটি রাশিয়া-ইউক্রেনের মধ্যকার অন্যতম রক্তাক্ত লড়াই বলে মনে করা হয়।

ভাড়াটে যোদ্ধাদের দল ওয়াগনার রাশিয়ার হয়ে বাখমুটে লড়াই করছে - যে লড়াইটি আসলে মস্কোর জন্য খুব একটা কৌশলগত গুরুত্ব নেই বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা। ইতোমধ্যে সেখানে তাদের হাজারো সৈন্য মারা পড়েছে।

অন্যদিকে ইউক্রেনও শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে শহরটি রক্ষায়, ফলে এটি দুদেশের মধ্যকার সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ও রক্তাক্ত যুদ্ধে পরিণত হয়েছে। রুশ রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে মি. পুতিনকে উদ্ধৃত করে প্রকাশিত খবরে বলা হচ্ছে, গত কয়েক মাস ধরে তীব্র লড়াই চলার পর রাশিয়ার এয়ার ফোর্স জেটের সহায়তায় ওয়াগনার গ্রুপ, শনিবার বাখমুট 'স্বাধীন করার অপারেশন' সম্পন্ন করেছে।

মি. প্রিগোঝিন, যিনি রুশ প্রেসিডেন্টের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত, বেসরকারি সামরিক প্রতিষ্ঠানটির কয়েক হাজার শক্তিশালী যোদ্ধার নেতৃত্ব দিয়েছেন।

তিনি এর আগেও দাবি করেছিলেন যে তার দল বাখমুট বা এর বেশিরভাগ অংশ দখল করে নিয়েছে, কিন্তু ইউক্রেনের পক্ষ থেকে তখনো সেটি অস্বীকার করা হয়।

মি. প্রিগোঝিন সেসময় শীর্ষ রুশ সামরিক কর্মকর্তাদের সমালোচনা করেছিলেন যে তাকে একইসাথে ইউক্রেনের সেনাবাহিনীকেও চড়া মূল্য দিতে হয়েছে এই যুদ্ধে।

এমন কোন ভবন খুঁজে পাওয়া কঠিন যেটাতে যুদ্ধের চিহ্ন নেই। আর শহরটির সব মানুষ যেন উধাও হয়ে গিয়েছে।

ওয়াগনার এমন এক সময় বাখমুট দখলের দাবি করলো যখন ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট ভলোদোমির জেলেনস্কি জাপানে বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ শিল্পনির্ভর দেশগুলোর সংগঠন জি সেভেনের নেতৃবৃন্দের সাথে দেখা করতে গিয়েছেন।

তার পশ্চিমা মিত্র দেশগুলি আরো সহায়তার কথা বলেছে, যার মধ্যে এফ-১৬ ফাইটার জেট পাঠানোর ব্যাপারে গূরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে এবং রাশিয়ার উপর আরো নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা এসেছে।

রাশিয়া ইউক্রেনে গত বছরের ২৪শে ফেব্রুয়ারি সামরিক অভিযান শুরু করে এবং এর পূর্বাঞ্চল দখল করে নেয়।

ইউক্রেন পরিকল্পনা করছে এসব অঞ্চলে পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে দখল হওয়া অঞ্চল পুনরুদ্ধারের। কিন্তু সম্প্রতি জেলেনস্কি বলেন এজন্য তাদের প্রস্তুত হতে আরো সময় লাগবে।

তার ভাষায় বাখমুট হল ইউক্রেনের দৃঢ়চেতা মানসিকতার 'একটা দুর্গ'।

ইউক্রেন আশা করছে বাখমুটের যুদ্ধ রাশিয়ার আক্রমণাত্মক অপারেশনের সামর্থ্য এবং তাদের সেনাবাহিনী ও সরবরাহে ভালোই ধাক্কা দিয়েছে।